এপ্রিল, ২০২৬

৯২

রোজকার অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

POWERED BY Shalimar's®

বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা

একডজন গল্প ও কবিতা

পাত পেড়ে মাটন

ভালোবাসার অন্দরমহলে

Read at: www.rojkarananya.com

সম্পাদকীয়

নতুন বছর মানে নতুন স্বপ্ন, নতুন পরিকল্পনা আর হৃদয় জুড়ে এক অদ্ভুত আশার আলো। বাঙালির জীবনে পয়লা বৈশাখ শুধু ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টানো নয়, এ এক আবেগ, এক উৎসব, নতুন করে বাঁচার প্রতিশ্রুতি। সেই আবেগকে সঙ্গী করেই রোজকার অনন্যা নিয়ে এসেছে গল্প, কবিতা, রান্নায় সাজানো এক উপহার 'নববর্ষ সংখ্যা'। প্রথমেই পাতা সাজানো হয়েছে একডজন গল্প কবিতায়। জীবনের নানা রং, সম্পর্কের টানাপোড়েন, ভালোবাসার অনুরণন আর সময়ের পরিবর্তনের কাহিনীগুলো পাঠককে নিয়ে যাবে কখনও স্মৃতির অলিতে-গলিতে, কখনও বা বাস্তবের কঠিন মাটিতে। প্রতিটি গল্প যেন এক একটি আয়না যেখানে আমরা খুঁজে পাই নিজেদেরই প্রতিচ্ছবি।

খাওয়াদাওয়া ছাড়া বাঙালির কোনো উৎসব'ই সম্পূর্ণ হয় না। এই সংখ্যায় রয়েছে মাটনের একডজন অভিনব রান্না। ঐতিহ্যবাহী কষা মাংস থেকে শুরু করে ড্রাই ফ্রুটস মাটন, মাটন স্টু কিংবা পাঞ্জাবি স্টাইল কারি, প্রতিটি পদই নতুন বছরের ভোজকে করে তুলবে আরও বিশেষ। সহজ উপকরণ আর সরল পাকপ্রণালীর মাধ্যমে এই রেসিপিগুলি ঘরের রান্নাকেও করে তুলবে রেস্তোরাঁর মতো সুস্বাদু।

শুধু রসনাতৃপ্তিই নয়, নতুন বছর মানে ঘরকেও নতুন করে সাজিয়ে তোলা। তাই থাকছে ঘর সাজানোর কিছু সহজ অথচ নান্দনিক টিপস। কম খরচে কীভাবে ঘরের প্রতিটি কোণকে করে তোলা যায় আরও উজ্জ্বল, আরও প্রাণবন্ত তার খুঁটিনাটি। রঙের ব্যবহার, ফুল ও আলো দিয়ে সাজানো, সব মিলিয়ে ঘর হয়ে উঠবে এক স্বপ্নের ঠিকানা।

নতুন বছরের শুরুতে এই সংখ্যা পাঠকের মনে জাগিয়ে তুলুক আনন্দ, অনুপ্রেরণা এবং এক নতুন পথচলার শক্তি। নতুন বছর হোক গল্পের মতো রঙিন, কবিতার মতো মাধুর্যময়, আর জীবনের প্রতিটি দিন ভরে উঠুক ভালোবাসা ও প্রাচুর্যে। সকলকে নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

ধন্যবাদান্তে

রোজকার অনন্যা পরিবার

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

সম্পাদক

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ

সম্পাদকীয় প্রধান
কমলেন্দু সরকার

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুস্মিতা মিত্র

সাহিত্য
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদন
তৃষা নন্দী

স্বাস্থ্য
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাফিক্স ও অলঙ্করণ
সৌরভ ঘোষ

ডিজিটাল হেড
সন্দীপ জানা

বিজ্ঞাপন বিভাগ
অভিষেক কর্মকার

একটি
দেবী প্রণাম
প্রকাশনা

যোগাযোগ
সম্পাদকীয় বিভাগ: ৬২৯০৪৩০৪৯৬ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
বিজ্ঞাপন বিভাগ: ৭৯৮০৫৬৮৩৭২ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
EMAIL: rojkarananya@gmail.com

দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
RNI: WBBIL/2015/64960
স্বত্বাধিকারী: অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
প্রতিটি ফোঁটায় ১০০% খাঁটি নারকেলের
পুষ্টি আর শালিমারের ভরসা
Shalimar's
COCONUT OIL
A PRODUCT OF INDIA
Shalimar's
COCONUT OIL
Shalimar's®
COCONUT OIL
Nett Content 175ml. (160g.)
A PRODUCT OF INDIA
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
SUMO SAVE
hyperpure

সূচীপত্র

রোজকার অনন্যা
রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না
এপ্রিল, ২০২৬

ক্ষত
আবীর গুপ্ত ৭

গহন বনজোছনায়
রজতশুভ্র মজুমদার ১৫

পরম্পরা
অদিতি বসু রায় ২৫

তৃতীয় ব্যক্তি
নির্মাল্য বিশ্বাস ৩৪

আয়না
সর্বানী ৪৪

ভালোবাসার অন্তহীন পথ
জয়নারায়ণ সরকার ৫২

কবিতা: (৫৭-৬১)
ভিক্ষাং দেহি — বনশ্রী
আমি আছি — রীতশ্রী দাস
সদ্যোজাতর প্রতি — নির্মাল্য বিশ্বাস
প্রতিদিন জেগে উঠি — মমতা চক্রবর্তী
আলোর যাত্রা — অপর্ণা দে
আমার জন্য তুমি — শ্রীপর্ণা দে

পাত পেড়ে মাটন! ৬২
মৌমিতা কুণ্ডু মল্ল
সুতপা দে

ভালোবাসার অন্দরমহলে ৭৫
মনমিতা কুণ্ডু

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হাজার রকম গিমিক-বাজি
ভুলে গিয়ে এবার,
ঘরে আনুন
সেরার সেরা সর্ষের তেল
Shalimar's®
POWERED BY SHALIMAR'S PURITY STANDARD
Shalimar's
MUSTARD OIL
Net Quantity at 30°C 5 Litre (4550g.)
AGMARK GRADE-1
Shalimar's®
MUSTARD OIL
Triple Filtered
Shalimar's®
www.shalimars.com
FOLLOW US ON
AVAILABLE AT
Reliance RETAIL
spencer's Makes fine living affordable
arambagh's FOOD MART convenience matters
SUMO SAVE
more
METRO
bigbasket
blinkit
instamart
Jio
amazon
Flipkart
meesho
Myntra
TATA 1mg

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

(এক)

চন্দ্রিমা যাদবপুরের একটা বড়ো রেস্টুরেন্টে বসে নান আর মাটন কষা খাচ্ছিল। ধারের দিকে টু-সিটার টেবিলের এক দিকের চেয়ারে ও বসে আছে, উল্টোদিকটা ফাঁকা। এই দোকানের মাটন কষা ওর খুবই প্রিয়, তাই মাঝেমধ্যেই আসে। কখনো বন্ধুদের সঙ্গে, কখনও একা। তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে চারপাশের লোকজন দেখছিল, হঠাৎই একটি ছেলেকে দুটি নেপালি মেয়ের সঙ্গে ভিতরে ঢুকতে দেখলো। তিনজনেই কথা বলতে বলতে ঢুকেছে কোনদিকেই কোন খেয়াল নেই। ছেলেটিকে ভালো করে দেখেই ও চমকে উঠলো, এ তো শংকর! তিনজনে কথা বলতে বলতে ওকে ক্রস করে ঠিক পরের ফোর সিটার টেবিলটায় বসলো। শংকর ওর দিকে পিছন ফিরে বসেছে আর ওর উলটো দিকে মেয়ে দুটি। শংকরের সঙ্গে তিন মাস ধরে কতরকমভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। যতবার ওর ফোনে ফোন করেছে ততবারই শুনেছে, মোবাইল ফোনের সুইচ অফ আছে। শংকরকে ওর কখনোই প্লে-বয় বলে মনে হয়নি। মনে হলে ওর সঙ্গে একসাথে একই ঘরে সাত-সাতটা দিন কাটাতো না। এরা কি ওর বান্ধবী? ও কৌতুহলী হয়ে উঠলো, মন দিয়ে শুনতে চেষ্টা করলো ওরা কী আলোচনা করছে। নেপালি ভাষায় নিচু স্বরে কথা বলছে। ও কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলো কী বলছে। ওর ছোটবেলা কেটেছে কালিম্পংয়ের একটা মিশনারি স্কুলে, তাই, ও নেপালি ভাষাটা ভালই জানে। অল্প অল্প যা কানে আসছিল তা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল। ও এখন কী করবে? ও জানে না। মন থেকে শংকরকে মুছে ফেলার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। শংকরদের খাওয়া হয়ে গেছে, উঠে পড়লো। আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে ওরা রেস্টুরেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। চন্দ্রিমা টেবিলে দুটো একশ টাকার নোট চাপা দিয়ে রেখে দ্রুত উঠে পড়ে একটু দূর থেকে ওদের ফলো করা শুরু করলো। ওরা কোথায় যাচ্ছে সেটা ওর জানা দরকার।

(দুই)

চন্দ্রিমা সান্যালের বয়স বাইশ বছর। কলকাতার একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশ নিয়ে এম.এ. পড়ছে। ওর বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পদস্থ অফিসার হওয়ায় এখানে সেখানে ট্রান্সফার হয়ে যেতে হত। একমাত্র মেয়ের পড়াশোনার ক্ষতি হতে পারে ভেবে মেয়েকে ছোটবেলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কালিম্পংয়ের একটি আবাসিক মিশনারি স্কুলে। পরে, যখন উনি কলকাতায় পার্মানেন্টলি ট্রান্সফার হয়ে এলেন, তখন মেয়েকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। চন্দ্রিমা তখন ক্লাস এইটে পড়ছে। চন্দ্রিমা ভর্তি হল একটি নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। হায়ার সেকেন্ডারির পর কলকাতার যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশ অনার্স নিয়ে ভর্তি হল, সসম্মানে বিএ পাস করার পর সেখানেই এমএ করার জন্য ভর্তি হল।

মাস চারেক আগে এডুকেশনাল ট্যুরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মুম্বাইতে। দিন কুড়ির ট্যুর, মোট দশ জন ছাত্র-ছাত্রী পার্টিসিপেট করেছিল সেই ট্যুরে। চন্দ্রিমাও গিয়েছিল। ওর বাবা আপত্তি করেননি। চন্দ্রিমা যতটা সুন্দরী, তার থেকে বেশি আকর্ষণীয়া। প্রচুর পুরুষ বন্ধু থাকলেও তারা কেউই ওর প্রেমীক নয়। ও একেবারে কনজারভেটিভ নয়, বরং অত্যন্ত উদারমনস্ক। ফ্রী সেক্স নিয়ে কোনোরকম ছুৎমার্গ নেই। আসলে ও ওর মনের মতো

সঙ্গি পাচ্ছিল না। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং স্মার্ট। স্মার্টনেস এসেছে ছোটবেলা থেকে মিশনারি এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ার জন্য। বন্ধুদের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই ডিস্কোথেকে যায়, লাইফটাকে এনজয় করে। সব ধরনের গান শোনে। এর সঙ্গে পৈতৃক সূত্রে যেটা পেয়েছে সেটা হল দেশাত্মবোধ, নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা।

চন্দ্রিমারা মুম্বাইতে যাওয়ার পর পাঁচদিন কেটে গেছে। সবাই মিলে দুজন গাইড সহ সন্ধ্যার সময় গিয়েছিল সেন্ট্রাল মুম্বাইতে একটা শপিং কমপ্লেক্সে মার্কেটিং করতে। চন্দ্রিমার হৈ হট্টগোল, চিৎকার-চেঁচামেচি ভালো লাগছিলো না। বন্ধুরা সবাই গ্রাউন্ড ফ্লোরের একটা দোকানে ঢুকে কেনাকাটা করছে দেখে ও উল্টোদিকে রাস্তার অপর পাশে একটা কফিশপে ঢুকে কফি নিয়ে বসে পড়লো। এটা ওপেন কফি শপ। বেশ কয়েকটা বিশাল বড়ো বড়ো ছাতা লাগানো, ছাতার নিচে ছোট ছোট চেয়ার টেবিল রাখা আছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকজন বসে কফি খাচ্ছে। এর মধ্যে অত্যন্ত সুদর্শন একটি চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সের ছেলে, ওরই মতো একা, বসে কফি খাচ্ছে আর চারপাশ দেখছে। হঠাৎ ছেলেটি উঠে ওর সামনে এসে বললো-

হাই। আমি শংকর। এখানে বসতে পারি?

চন্দ্রিমা একটু ইতস্তত করে জবাব দিল-

বসুন না, অসুবিধার কি আছে!

ছেলেটি নিজের কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললো-

এরা কফিটা দারুন বানায়। আপনি কি একা এসেছেন?

চন্দ্রিমা জবাব দিতে যাচ্ছিল, একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দে কথা আটকে গেল। তাকিয়ে দেখলো, সামনের শপিং কমপ্লেক্সের নিচের দোকানটা বিস্ফোরণে উড়ে গেছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ওখানেই তো ওর বন্ধুরা ছিল। ও ভয়ে, আতঙ্কে, হতবাক হয়ে গেল আর তারপরই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

করের কাছ থেকে কোন জবাব পেল না। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, দেখলো শপিং সেন্টারের সামনে মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে কান্নাকাটি করছেন। পুলিশ ভিড় সামলাচ্ছে।

(তিন)

চন্দ্রিমার জ্ঞান ফিরল ঘণ্টাখানেক বাদে। জ্ঞান ফেরার পর দেখলো শংকর উদ্বিগ্ন হয়ে ওর সামনে বসে ওর চোখে মুখে জল ছেঁটাচ্ছে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। একে একে মনে পরল সব কথা। বন্ধুদের কথাও। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলো-

বন্ধুরা? ওরা সামনের দোকানটায় ছিল।

শংকরের কাছ থেকে কোন জবাব পেল না। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, দেখলো শপিং সেন্টারের সামনে মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে কান্নাকাটি করছেন। পুলিশ ভিড় সামলাচ্ছে। ও গিয়ে একজন পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলো-

সামনের দোকানটায় আমার বন্ধুরা ছিল, ওরা কোথায় বলতে পারবেন?

ম্যাডাম, সামনের দোকানটাই সন্ত্রাসবাদীরা টার্গেট করেছিল, ওখানেই বোমা ফেটেছে। মানববোমা। ভিতরে যারা ছিল, কেউ বেঁচে নেই।

সারাক্ষণ শংকর ওর সঙ্গে ছিল। চন্দ্রিমা বুদ্ধিমতি মেয়ে, বুঝতে পারলো সবকিছু। ওর বন্ধু আর গাইডদের কথা পুলিশকে ইনফর্ম করা দরকার। পুলিশের কাছে শঙ্করের সাহায্যে সবার নাম আর ঠিকানা, যতটুকু জানে, জানালো। কানাঘুষায় শুনতে পাচ্ছিল মৃতের সংখ্যা নাকি কমপক্ষে ষাট জন। ধ্বংসস্তূপ থেকে পুলিশ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ADI READYMADE CENTRE PVT. LTD.

Bondings are forever

STATION ROAD | SODEPUR

VISIT US AT FOR ONLINE SHOPPING
www.adireadymadecentre.net

CALL US AT
98301 17563 / 70033 84398

FOLLOW US ON

মানুষের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহাংশ টেনে টেনে বার করছিল। এইসব দেখে ও আরও অসুস্থ হয়ে পড়লো। শংকর ওকে জোর করে ধরে ওখান থেকে সরিয়ে সোজা নিয়ে গেল চন্দ্রিমার হোটেলে। চন্দ্রিমা পাথর হয়ে গিয়েছিল, ভয়ে আতঙ্কে কোন কথাই মুখ থেকে বের হচ্ছিল না। কাঁদতেও পারছিল না। সুস্থভাবে চিন্তা করার ক্ষমতাটাই চলে গিয়েছিল। শংকর না থাকলে কী যে হত! হোটেলে ফেরার পর শংকরই হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে একজন ডাক্তারকে ডেকে আনল, উনি ঘুমের ওষুধ খেতে দিয়ে বিশ্রাম নিতে বলে চলে গেলেন। শংকর রাতে ওর রুমে সোফায় শুয়ে কাটিয়ে দিল। এ অবস্থায় এরকম একজন পেশেন্টকে ফেলে তো চলে যাওয়া যায় না।

(চার)

শংকরের সঙ্গে দ্বিতীয় দিন। সকালে ঘুম ভাঙার পর হাসির কথা বলে আর গল্প করে চন্দ্রিমাকে ভুলিয়ে দিল গতদিনকার সমস্ত ঘটনা। চন্দ্রিমা হারিয়ে ফেলল নিজেকে। তাই রাতে যখন শংকর ওকে কিস্ করলো তখন বাধা দিল না। তার পরেই ঘটলো চন্দ্রিমার জীবনে প্রথম সহবাস। সেই স্মৃতি বোধহয় ও জীবনে ভুলতে পারবে না। শংকর ওর যাতে প্রেগনেন্সি না হয় তার জন্য কী একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিলো। সাত সাতটা দিন ওরা কাটালো নিউলি ম্যারেড কাপলদের মতো। শংকরের প্রচন্ড একটা পারসোনালিটি আছে। সুবক্তা আর অসম্ভব বুদ্ধিমান। চন্দ্রিমাকে বোম ব্লাস্টের কথা মনে করতেই দিত না। সকালে ঘন্টাখানেকের জন্য শংকর কোথায় চলে যেত, জিজ্ঞাসা করলে বলতো কাজ আছে। ফোন সাধারণত আসতো না, এলে দূরে দাঁড়িয়ে দু-একটা হ্যাঁ না বলে ফোনটা কেটে দিত। বাকি সময় পুরোটা কাটাতো ওর সঙ্গে। শংকরই জোর করে ফ্লাইটের টিকিট কেটে ওকে কলকাতায় ফেরত পাঠালো। নিজের ফোন নম্বর দিয়ে বললো প্রতিদিন ফোনে কথা বলতে। এটাও জানালো, দিন পনেরো বাদে ও কলকাতায় ফিরছে। ফিরেই ও চন্দ্রিমার বাবার সঙ্গে দেখা করে বিয়ের প্রস্তাব দেবে। মুম্বাই ছেড়ে আসার সময় চন্দ্রিমা যখন শংকরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল, তখন শংকর ওকে কিস্ করে বলেছিল-

কাঁদে না বেবি, মাত্র পনেরোটা দিন অপেক্ষা কর, আমি আসছি।

চন্দ্রিমা কলকাতায় ফিরেই ফোন করল শংকরকে, সেলফোন সুইচ অফ করা আছে! প্রতিদিন চল্লিশ-পঞ্চাশটা করে ফোন করতো, শুনতো সেই একঘেয়ে কথা, সেলফোনের সুইচ অফ আছে। তিন-তিনটে মাস কেটে যাওয়ার পর বুঝতে পারলো, শংকর ওকে ঠকিয়েছে। ওর সঙ্গে ফুর্তি করে, ওকে নিঃশেষে নিংড়ে নিয়ে কেটে পড়েছে। ও আর কোনও দিন ফিরবে না।

(পাঁচ)

শংকর মেয়েদুটির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাত দিয়ে এগিয়ে চললো বেঙ্গল ল্যাম্পের দিকে। চন্দ্রিমা বেশ কিছুটা পিছনে থেকে ওদের অনুসরণ করছিল। ওরা কী কথা বলছে, তা শুনতে পাচ্ছে না। ওদের কথাবার্তা শোনাটা জরুরী। বেঙ্গল ল্যাম্পের ইউনিভার্সিটির গেটের পাশে যে এটিএম কাউন্টার আছে সেখানে ওরা দাড়ালো, শংকর ঢুকে গেল এটিএম কাউন্টারে। মোট তিনবার ডেবিট কার্ড পাঞ্চ করে টাকা তুললো। এর মানে তিনবারের মোট ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা তুললো কারণ একবারে ১০ হাজার টাকার বেশি তোলা যায় না। এত টাকা কীসের দরকার। এবারে শংকররা গেট দিয়ে ইউনিভার্সিটির ভিতর ঢুকে পড়লো। ডানদিকে আর্টস ফ্যাকাল্টির ইউনিয়ন রুম আর বাঁদিকে আর্টস ফ্যাকাল্টির বড়ো বিল্ডিং। এই বিল্ডিংয়েই চন্দ্রিমাদের ক্লাস হয়, তাই সবকিছুই ওর অত্যন্ত পরিচিত। শংকর আঙুলদিয়ে আর্টস ফ্যাকাল্টির বিল্ডিংয়ের একতলার একটা ক্লাসরুমকে দেখিয়ে এগিয়ে চললো। এরপর সাইন্স ফাকাল্টির বড়ো বিল্ডিং। এখানেও আঙুল দিয়ে মেয়েদুটিকে একটি ক্লাসরুম কে দেখালো। এরপর বাদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো। ডানদিকের ছোট্ট চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো, একটু ইতস্তত করে দোকানের প্লাইবোর্ডের পার্টিশানের ওপারে বসে চায়ের অর্ডার দিল।

চন্দ্রিমা এসে একটু ইতস্তত করে ওড়নায় মাথা ঢেকে পার্টিশনের অন্যদিকে বসে পড়লো, ওরা কী কথা বলছে শোনা দরকার। শংকর মেয়ে দুটিকে বলছে, আগামী পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে, এই চায়ের দোকানেই ঠিক বিকেল চারটের সময় ওরা মিট করবে। শুক্রবারে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বড়বাজারঃ 70, পন্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট- ফোন– 7044092000 • 208, এম.জি. রোড- ফোন –8420070959
গড়িয়াহাটঃ ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে – ফোন– 7044088408, **বেহালাঃ** 363, ডায়মন্ড হারবার রোড, 14 নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে, ফোন – 8981006500
কাঁচড়াপাড়াঃ বাগ মোড়, হালিশহর – ফোন - 7044062000, **বারাসাতঃ** হরিতলা মোড় - ফোন - 7044050137
বর্ধমানঃ মিউনিসিপ্যাল বয়েজস্কুলের পাশে- ফোন – 8101707778, **কৃষ্ণনগরঃ** কোতোয়ালী থানার বিপরীতে – ফোন - 8373052387
তমলুকঃ পদুমবসান, IDBI ব্যাঙ্কের বিপরীতে- ফোন - 9547373451
মেদিনীপুর টাউনঃ বড়বাজার চক, বিজয় কৃষ্ণ কালী এ্যান্ড সন্স জুয়েলার্স–এর পাশে, ফোন - 81700 11506
কাঁথিঃ রূপশ্রী বাইপাস, বি. সরকার জহুরীর পাশে, ফোন - 9046931513
Shop Now : www.priyagopalbishoyi.com

সকাল এগারোটায় যা ঠিক হয়েছে সেটাই ফাইনাল বলে ওরা যেন ধরে নিয়ে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়। শংকর চারপাশে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে এল, একটা গানের সুর শিস দিতে দিতে মেয়ে দুটিকে নিয়ে এগিয়ে গেল। যদি ওকে দেখতে পায় সেই ভেবে, চন্দ্রিমা ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল। ওরা চলে গেলে চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরলো।

(ছয়)

পরদিন চন্দ্রিমার নানান ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটলো, নানা জায়গায় যেতে হল, নানান লোকের সঙ্গে মিট করতে হল। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলো। মনটাও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, বারবার শংকরের সঙ্গে কাটানো সেই সাত দিনের কথা মনে পড়ছে। রাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না, বাধ্য হয়ে ওকে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হল।

পরদিন চন্দ্রিমার নানান ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটলো, নানা জায়গায় যেতে হল, নানান লোকের সঙ্গে মিট করতে হল। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলো।

বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ পরদিন, সকালে দেরিতে ঘুম থেকে উঠলো। এগারোটা নাগাদ বেশ কয়েকটা ফোন করলো। সকালে বাড়ি থেকে বেরলো না, বাড়িতেই কাটিয়ে দিল। দুদিন ধরে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে না, ক্লাস মিস্ হচ্ছে এই নিয়ে খুব একটা চিন্তা করলো না। ওসব হয়ে যাবে, প্রফেসররা যে নোট দিয়েছেন তা বন্ধুদের থেকে জোগাড় করে নেবে।

প্রচন্ড টেনশন হচ্ছিল, টেনশন কাটানোর জন্য টিভিতে একটা সিনেমাও দেখলো। তারপর ঠিক সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি থেকে বের হল। ওর বাড়ি থেকে অটোতে বেঙ্গল ল্যান্ড যেতে দশ মিনিট সময় লাগে। চারটের আগেই ইউনিভার্সিটি পৌঁছে ওই চায়ের দোকানে চলে গেল। বাইরের বেঞ্চে শংকরের অপেক্ষায় বসে রইলো। হাতে স্মার্টফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তাকিয়েছিল সামনের দিকে। দেখলো মেয়েদুটি দোকানের দিকেই আসছে নিজেদের মধ্যে কলকল করে নেপালি ভাষায় কথা বলছে। ও সাবধানতা নেওয়ার জন্য প্লাইবোর্ড পার্টিশনের আড়ালে চলে গেল। একটা এসএমএসও করলো। উঁকি মেরে দেখলো, শংকর আসছে, কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। চন্দ্রিমা চারপাশে তাকিয়ে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু দেখতে পেল না। ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সামনে বিবেকানন্দ হলের সামনে তিনজন ছুতোর মিস্ত্রি কাজ করছে। শংকর এসে মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে হেসে কাঁধের ব্যাগ থেকে দুটো প্যাকেট বার করে দুজনকে দিয়ে হাত নেড়ে "বাই" বলে যখন যাবার জন্য ঘুরে দাড়িয়েছে তখন চন্দ্রিমা আঁতকে উঠলো। ওকে যেভাবেই হোক আটকাতে হবে, যেতে দেওয়া যাবে না।

(সাত)

চন্দ্রিমা এগিয়ে এসে শংকরকে বললো-

হাই। তুমি এখানে। কতবার ফোন করেছি, ফোন বন্ধ রেখেছ কেন!

চন্দ্রিমার মনে হল শংকর ওকে দেখে যেন চমকে উঠলো। নিজেকে সামলে নিয়ে বললো-

স্যরি, আপনার বোধহয় কোন ভুল হচ্ছে। আমি আপনাকে চিনি না।

সঙ্গে বান্ধবী আছে বলে চিনতে চাইছ না?

চন্দ্রিমা হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে দুহাতে শংকরের মাথাটা ধরে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে কিস্ করা শুরু করলো। শংকর ওকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেল, ও আরও শক্ত করে মাথাটা চেপে ধরলো। খেয়াল করলো শংকর কিস্-এ পার্টিসিপেট করছে। হঠাৎ চন্দ্রিমাকে দুহাতে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkaranya.com

জড়িয়ে পাল্টা কিস দেওয়া শুরু করলো। কতক্ষণ এরকম চলছে তা চন্দ্রিমার খেয়াল ছিল না, হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো! কেউ একজন বলছেন-

হ্যালো রোমিও, এবারে কিস করাটা বন্ধ হোক। অনেক হয়েছে আপনার সঙ্গে আমাদের দরকার আছে।

চন্দ্রিমা দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো ছুতোর মিস্ত্রি তিনজন ওদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে প্রত্যেকের হাতেই রিভলভার। শংকরের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলো, ওর হাতেও একটা রিভলভার। বোধহয় ওর কাঁধের ব্যাগে ছিল। মাথা ঠান্ডা রেখে গোলাগুলি চলতে পারে বুঝে চন্দ্রিমা ঝট করে বসে পড়লো। শংকরের রিভলভার চন্দ্রিমার দিকে ঘুরলো, বললো-

তাহলে তুমিই ওদের ডেকে এনেছে? তোমার ব্যবস্থাই আগে করি। ট্রিগারে আঙুল শক্ত হল, চন্দ্রিমা ভয়ে চোখ বুঝলো। একসঙ্গে অনেকগুলো গুলি করার আওয়াজ শুনলো। আওয়াজে চোখ খুললো, দেখলো শংকর বুক চেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। চারপাশে তাকিয়ে আর্টস ফ্যাকাল্টির বিল্ডিংয়ের দোতালার জানালায়, বিবেকানন্দ হলের ছাদে আর চায়ের দোকানের পিছনেও কয়েকজন মানুষকে দেখলো, প্রত্যেকের হাতেই

এলএমজি আর রাইফেল। একজন এসে চন্দ্রিমার হাত ধরে তুলে বললো-

ম্যাডাম, ওয়েল ডান।

দেখলো, মেয়েদুটিকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। চন্দ্রিমা আর সহ্য করতে পারছিল না, ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।

শংকর যে দুটো প্যাকেট নেপালি মেয়েদুটোকে দিয়েছিল তার থেকে বেরোল শক্তিশালী বিস্ফোরক আর তার ট্রিগার। পুলিশের ইন্টারোগেশনে মেয়েদুটো স্বিকার করলো, তারা মানববোমা হিসাবে শুক্রবারে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে আর্টস বিল্ডিং আর সায়েন্স বিল্ডিংয়ের দুটো ক্লাসরুমে বোমা ফাটাতো। এর জন্য তাদের ফ্যামিলিকে প্রচুর টাকা নাকি দেওয়া হয়েছে। আসলে, এসবকিছুর সূত্রপাত মঙ্গলবারে, যাদবপুরের রেস্টুরেন্টে। চন্দ্রিমা শংকরকে দেখলো মেয়েদুটির সঙ্গে। ওরা নেপালি ভাষায় কথা বললেও চন্দ্রিমা ওই ভাষা জানায় জানতে পারল মুম্বাই বোম ব্লাস্টের প্রধান ব্রেন ছিল শংকর। শংকরই বোম ব্লাস্টের জন্য মানববোমা শপিং কমপ্লেক্সে পাঠিয়ে উল্টোদিকের কফিশপে পুরোটা অবসার্ভ করছিল। সঙ্গে বান্ধবী থাকলে পুলিশের সন্দেহ কম হবে বুঝে যেচে চন্দ্রিমার সঙ্গে আলাপ করেছিল। চন্দ্রিমা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায়, ওকে সেবা করার আছিলায় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছিল। তারপর, সাতদিন ধরে স্রেফ ফুর্তি করেছিল, মজা লুটেছিল, কোনদিনই ওকে ভালোবাসে নি। এটা জানার পরই চন্দ্রিমা বুধবার পুলিশ এবং সিআইডি গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সবকিছু খুলে বলে। তারপর, যা যা করেছে, ওদের ইন্সট্রাকশন অনুযায়ী করেছে।

সন্ত্রাসবাদীদের ধরা গেছে, তাদের হামলা ব্যর্থ করা গেছে, তাই সবাই খুশি। সবাই এসে চন্দ্রিমাকে সাধুবাদ জানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চন্দ্রিমা? ও কি খুশি? নাকি ওর মনে একটা বড়োসড়ো ক্ষত চিরকালের জন্য তৈরি হয়ে গেল?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

www. 8poure .in
INDIA'S FIRST ONLINE SAREE STORE'S SIGNATURE OUTLET
HELPLINE : 9830906302 / 9830424928 WHATSAPP : 9674678024
P8 TAGORE PARK, R.N TAGORE ROAD, KOLKATA 700056 (NEAR BARANAGAR METRO)
/POURE8
/8POURE
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

প্রথম-প্রথম দুজন দুজনকেই এড়িয়ে চলত। বহু দিন পর্যন্ত কেউ কারও দিকে তাকাত না, কদাচিৎ দেখা হয়ে গেলে, মুখ নামিয়ে যে যার নিজের দিকে চলে যেত; তবে লাল চোখ দেখানোর মানসিকতা, বদলা নেওয়ার ইশারা কিংবা বিদ্রুপের হাসি-এ সব কোনও কিছুই কারও তরফে ছিল না। তারপর, আজ থেকে বছরতিনেক আগে, একদিন বাগানের মাটি কোপাতে কোপাতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে, কপালের ঘাম মাটিতে ফেলে কোদালটা পাশে নামিয়ে রেখে একটুখানি ফুরসত খুঁজে নিয়ে বাবলুই প্রথম কথা বলা শুরু করেছিল, 'কী রে চাঁদু, কেমন আছিস?' চাঁদু প্রথমটায় থতমত খেয়ে গিয়েছিল। আকস্মিকতার ঘোর কাটিয়ে সেও সপ্রতিভ উত্তর দিল, "এখানে কি ভাল থাকা যায় বাবলুদা? তুইয়ো কি ভাল আছিস?" তারপর আস্তে আস্তে দুজনের মধ্যে বেশ সখ্য গড়ে ওঠে। দেখা হলেই এখন সুখ-দুঃখের গল্প করে দুজনে, যদিও দুজনে দুটো ভিন্ন সেলে থাকে বলে দেখা-সাক্ষাৎ বিশেষ হয় না।

ওদের ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় উঠে আসে খড়িবাড়ির কথা। গোলাবাড়ি মোড় ছাড়িয়ে ডান দিকে এগোলে বড়বাজার। চারমাথার মোড় থেকে পিচ রাস্তা চলে গিয়েছে খড়িবাড়ি গ্রামের দিকে। ভেড়ি থেকে নানা সাইজের গলদা চিংড়ি ঝুপড়ি ভরে খড়িবাড়ির মাছের আড়তে নিয়ে আসে মাছ-চাষিরা। তারপর ছোট-বড় চিংড়ি বাছাই করে আলাদা আলাদা ঝুপড়িতে ভরে। একদিন চাঁদুও ভরত। চাঁদু মানে, চাঁদ মহম্মদ-গাঁট্টাগোট্টা চেহারার বছর বাইশের যুবক তখন, টগবগে রক্ত, বাঁ হাতে গুলি চালাতে জানত বলে নেতাদের কাছে খুব কদর ছিল তার। এলাকার কুখ্যাত মাফিয়া গোপাল মল্লিকের ডান হাত ছিল চাঁদ। গোপাল মল্লিক একটা প্রধান রাজনৈতিক দলের অন্যতম মাতব্বর। ভেড়ি দখলের রাজনৈতিক লড়াই তখন তুঙ্গে। ধিকিধিকি জ্বলছে অশান্তির আগুন। বোমা-গুলির শব্দে, বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে থাকত সব সময়ে। একদিন মাঝরাতে মোসলেম সর্দারের বাড়িতে সশস্ত্র হানা দিল গোপাল মল্লিক, সঙ্গে চাঁদু। সেই রাতের কথা ভাবলে চাঁদু এখন শিউরে ওঠে। অনুতাপে ভরে ওঠে মনটা-'ছি ছি, কী কাজটাই না করেছি! আমার কোনও ক্ষমা নেই, কোনও ক্ষমা নেই আমার!" মোসলেমের বাড়িতে সে রাতে বিরোধী পার্টির আরেক কর্মী রতন পাল গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। রতন যে মুসলমান বাড়িতে লুকিয়ে ছিল, সে খবরটা চাঁদ মহম্মদ কোনওভাবে জেনে গিয়েছিল। ফলে মোসলেম এবং রতন-এক ঢিলে দুই পাখি বধের লোভ সামলাতে পারেনি গোপাল মল্লিক। রতন গুলি চালাতে জানলে কী হবে, প্রতিরোধের কোনও সুযোগই সে দিন পায়নি সে।

মোসলেমের ফুসফুস ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল চাঁদ মহম্মদের গুলিতে। আর গোপাল মল্লিকের হাতে মারা গিয়েছিল রতন পাল আর ফিরোজ আলি। ফিরোজ আলি নিরীহ মানুষ-পাশের গ্রাম সর্দারহাটির প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। বেচারা সম্পর্কে মোসলেমের জামাই হয়। কোনও বিশেষ কারণে সে দিন মোসলেমের বাড়িতেই ছিল সে, আর এই ছোট্ট ভুলের মাশুল তাকে গুনতে হয়েছিল জীবন দিয়ে। অপারেশনের পর বডিগুলো সে দিন পুড়িয়ে দিয়েছিল চাঁদুরা। সে দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। দাউ দাউ পুড়ছে মোসলেম, রতন পাল আর ফিরোজ মাস্টার। তাদের কালো কুচকুচে ন্যাতানো শরীর ক্রমশ ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছিল আগুনের আলিঙ্গনে। কার্তুজ, পিস্তল আর মদের বোতল হাতে গোপাল আর চাঁদ মহম্মদ অপেক্ষা করছিল শেষ মুহূর্তটার জন্য।

পরদিন খবরের কাগজে উঠে এল খড়িবাড়ির নাম। মোসলেম সর্দারের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বিস্ফোরক, মাথার খুলির অংশবিশেষ আর দাঁত। দেহগুলো উধাও। কিন্তু গোপাল মল্লিক ধরা পড়ার আগেই চাঁদু চলে এল পুলিশের কব্জায়। হাতকড়া পরিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হল থানায়। ও দিকে মোসলেমের পার্টির লোক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে ফেলল গোপাল মল্লিককে। মাংস কাটা ছুরি দিয়ে বাবলু তার শরীর এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করে দিয়েছিল লাইনের ধারে। তারপর পাশের জঙ্গলে সুপুরিবনের মাটি খুঁড়ে পুঁতে দিয়েছিল পাঁচ ফুট নইকি বডিটা। বাবলুর বয়স তখন কত হবে? বড়জোর বত্রিশ। মুখভর্তি চাপদাড়ি, কপালে কাটা দাগ, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, চোখদুটো কিন্তু ভারী অদ্ভুত-এত ঘন কালো চোখ সাধারণত দুষ্কৃতীদের হয় না। বাবলু এলাকার ত্রাস। একের পর

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

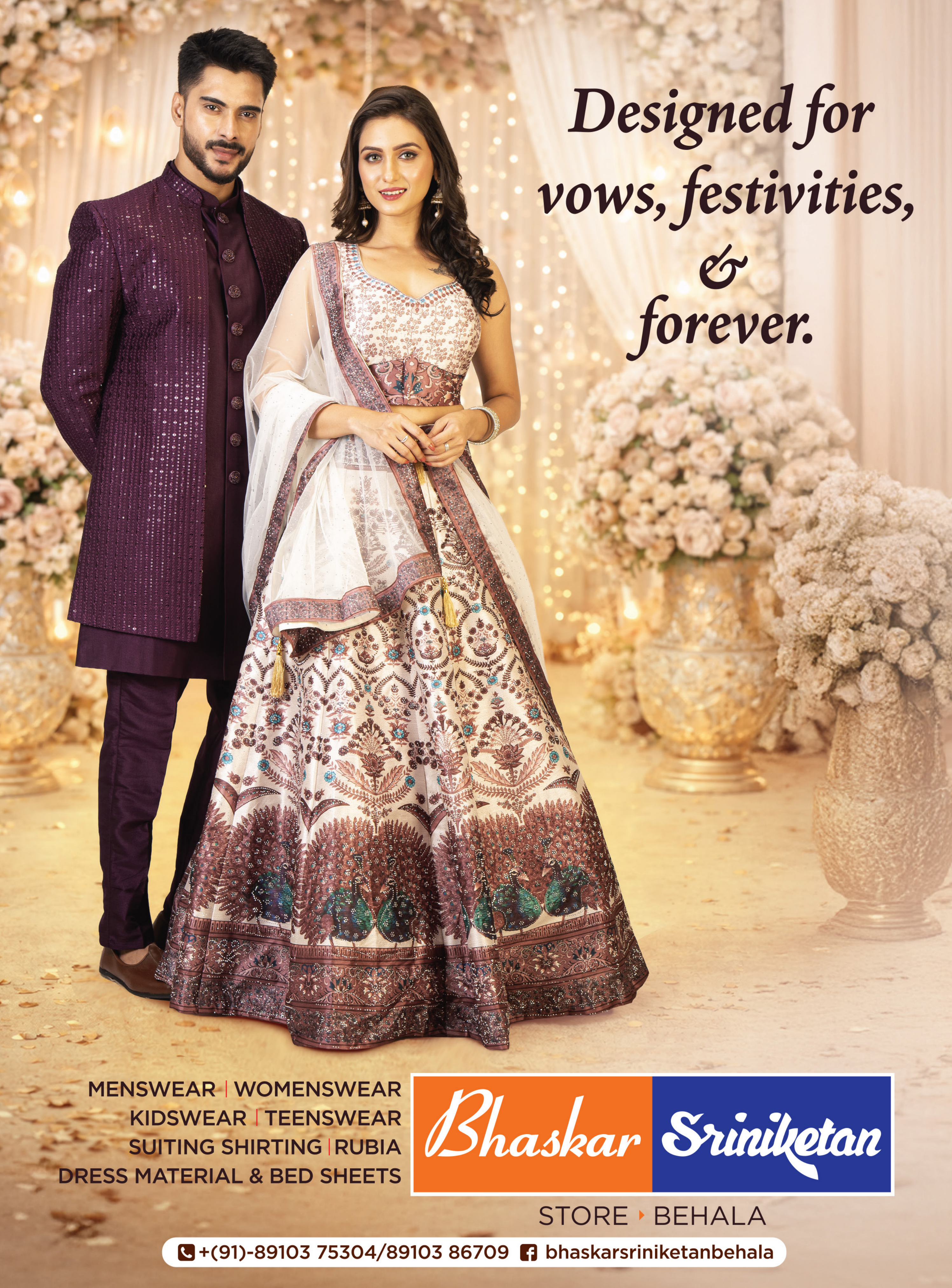
Designed for
vows, festivities,
&
forever.
MENSWEAR | WOMENSWEAR
KIDSWEAR | TEENSWEAR
SUITING SHIRTING | RUBIA
DRESS MATERIAL & BED SHEETS
Bhaskar Sriniketan
STORE ▸ BEHALA
+(91)-89103 75304/89103 86709
bhaskarsriniketanbehala

এক রাজনৈতিক সংঘর্ষে তখন খড়িবাড়ির মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল এই বাবলু। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলে কিছু ছিল না মানুষের। গ্রাম পেরিয়ে সবজি বিক্রি করতে যেতে পারত না চাষিরা, মাছ নিয়ে যেতে পারত না মেছোরা। স্কুলে যেতে পর্যন্ত ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত এলাকার বাচ্চাগুলো। খড়িবাড়ির মাছের আড়ত দেশবিখ্যাত। আশপাশের সব এলাকায় তো বটেই, অনেক দূরদূরান্ত পর্যন্ত মাছ যায় এই আড়ত থেকে। এই আড়ত পর্যন্ত শুনশান হয়ে থাকত রাজনৈতিক সন্ত্রাসের দাপটে। ক্যাম্প করে অস্ত্র মজুত হত গ্রামে । মূলত ভেড়ি দখলের রাজনীতি আর কালো টাকা নিয়েই যত অশান্তির সূত্রপাত। তাই বাবলু যে দিন গ্রেফতার হল, এলাকার মানুষের মনে একটা চাপা আনন্দের স্রোত বয়ে গিয়েছিল।

আশপাশের সব এলাকায় তো বটেই, অনেক দূরদূরান্ত পর্যন্ত মাছ যায় এই আড়ত থেকে। এই আড়ত পর্যন্ত শুনশান হয়ে থাকত রাজনৈতিক সন্ত্রাসের দাপটে। ক্যাম্প করে অস্ত্র মজুত হত গ্রামে

অথচ এ হেন বাবলুও, কী আশ্চর্য, এই সংশোধনাগারের অন্ধকার সেলে চার-চারটে বছর কাটিয়ে দিল কত ভদ্র, নম্রভাবে। অনেক আসামিই তাকে দেখেছে কারাগারের কংক্রিটে অনুশোচনায় মাথা ঠুকতে, কাঁদতে। বেশিরভাগ সময়েই সে উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কারও সঙ্গে কথা বলে না, কিছু খায় না।

যে চাঁদ মহম্মদ তার রাজনৈতিক গুরু মোসলেম সর্দারের হত্যাকাণ্ডে জড়িত, যাকে খুন করার জন্য মাংস কাটার ছুরি নিয়ে মা কালীর কাছে শপথ করে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছিল বাবলু, সেই চাঁদ মহম্মদই এখন তার অসময়ের সঙ্গী। দুজনে সুযোগ পেলেই কথা হয়-ব্যর্থ জীবনের কথা, অনুতাপ আর পরজন্মের গল্প। এই যেমন সে দিনই বাবলু বলছিল, "আচ্ছা চাঁদু, এক জীবনের সব পাপের ফল কি সেই জীবনেই ভোগ করতে হয়, নাকি পরজন্মেও তার ভাগ থাকে রে?"

'নতুন জীবন নতুন করে শুরু হয়। সেই জীবনের শান্তি নির্ভর করে নতুন জীবনের কৃতকর্মের ওপরেই

'তা হলে তোর গোপাল মল্লিক নতুন জীবন পেয়ে গিয়েছে, বল..."

'আর মোসলেম সর্দারও।'

'রতন পালের মতো লোকটাও, তুই দ্যাখ, নতুন জীবন পেয়ে গেল! অথচ কী না করেছে লোকটা! জানিস, আমার বউটাকে পর্যন্ত... কিছু বলতে পারিনি... বললে আমাকেই আস্ত রাখত না রতন পাল। বউটা আমাকে বড্ড ভালবাসত রে। বাবলুর চোখে জল।

'কাঁদিস না বাবলুদা..."

'সে দিন রাতে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। বউটা জেগে বসে ছিল কখন আমি ফিরব বলে! রাতের খাবারটা

পর্যন্ত খায়নি, জানিস!"

'থাক না ও সব কথা..."

'না রে চাঁদু, তুই শোন, তোকে শুনতেই হবে।"

"কী শুনব?"

'আমিই সে দিন....

'আমি শুনতে চাই না বাবলুদা।"

'আমিই সে দিন রতন পালকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম আমার ঘরে। আমার আর বেঁচে থাকা উচিত নয় রে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

চাঁদু, আমাকে মেরে ফ্যাল, আমাকে মেরে ফ্যাল...”

‘চুপ কর, বাবলুদা।”

‘পরদিন সকালে বাড়ি ঢুকেই দেখলাম, সিলিং ফ্যানে কাপড় জড়িয়ে...’

‘উফ!’

‘সিলিং ফ্যানে কাপড় জড়িয়ে বউটা আমার ঝুলছে!” হাপুস নয়নে কাঁদছে বাবলু।

‘তোদের ওই মোসলেমকে বলিসনি?”

‘না।’

বাবলু খুব কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে হয়তো হালকা হচ্ছে সে। চাঁদ মহম্মদ তাকে ঘাঁটাচ্ছে না একটুও। এই সময়ে ঘাঁটানো ঠিক না। সে একপাশে চুপটি করে বসে আছে। সেও ভাবছে এত খুন, জখম, এই বোমাবাজি, এত রক্তপাত-কী লাভ হল জীবনে? এ সব আদৌ কি কিছু দিতে পারল তাকে? কেন তবে এ সব কুকর্ম করেছে সে? কীসের লোভে? কীসের আশায়? চাঁদুর খুব ইচ্ছে করছে খড়িবাড়ি ফিরে যেতে-একবার, অন্তত একবার। হয়তো তার জন্য অপেক্ষা করে আছে খড়িবাড়ি-চারমাথার মোড় থেকে পিচ রাস্তা ধরে সেই ছবির মতো সুন্দর গ্রাম; সেই দেশবিখ্যাত মাছের ভেড়ি-ভেড়ি থেকে হরেক কিসিমের মাছ ঝুড়ি ভর্তি করে চাষিরা নিয়ে আসছে মাছের আড়তে, পুকুরের জলে ধুয়ে ঝকঝকে পুঁটিমাছ বেতের ঝুড়িতে পুরে ঘরে আনছে পাড়ার মেয়ে-বউরা সেই নীল পাড় সাদা শাড়ি মেয়েরা-ঝাঁক বেঁধে পড়তে যাচ্ছে স্কুলে আরও ভেতরে ধুলো রাস্তার ধারে সেই শান্ত শব্দহীন মসজিদ-সেখানে নামাজ পড়ছে মুসলিম ভাইয়েরা-তারা খোদার কাছে প্রার্থনা করছে শান্তির, সমৃদ্ধির জীবন... মনটা হু হু করে ওঠে চাঁদের। পরক্ষণেই নিজেকে ঘৃণ্য অপরাধী বলে মনে হয় তার, আল্লাহর কাছে যার কোনও ক্ষমা নেই! ক্ষমা নেই সেই আসলিমার কাছেও। এক ঢাল খোলা চুল, এক হাত কাচের চুড়ি, কপালে কাঁচপোকার টিপ, নবম শ্রেণির আসলিমা যে দিন টিউশন ফাঁকি দিয়ে গোলাবাড়ির মোড়ে টানা দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করে শেষে মুখ চুন করে ফিরে আসার পথে হঠাৎ চাঁদুকে দেখতে পেয়ে লাল কালিতে লেখা চিঠি আর শুকিয়ে যাওয়া গোলাপ ধরিয়ে বলেছিল, ‘চাঁদুদা, তুমি রাজনীতিটা ছেড়ে দাও না গো... আমার একদম ভাল্লাগে না, সে দিনও কিছু বোঝেনি চাঁদ, কোনও পরিবর্তন হয়নি তার। অথচ আজ এই সংশোধনাগারের অন্ধকার চার দেয়ালের বন্দিত্ব তাকে অনেক বদলে দিয়েছে, মুক্ত করেছে তার মনকে। সে বুঝতে পেরেছে এই রক্তপাতের জীবন আসলে নিতান্তই অর্থহীন-কালো টাকা, অর্থলোভ, ক্ষমতা এ সব জীবনের শান্তিকেই শুষে নেয় ব্লটিং পেপারের মতো। আমাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাকেই শেষ করে দেয় তিলে তিলে। তারপরের বেঁচে থাকাটুকু শুধুই যন্ত্রণা আর অপরাধবোধের সারাৎসার। একমাত্র মৃত্যুতেই এর থেকে মুক্তি। সে ভাবে, পৃথিবীব্যাপী এত হিংসা, এই হানাহানি, রক্তপাত...এ সব শেষ

পর্যন্ত কী দেয় মানুষকে? কেন মানুষ তার ভুল বুঝতে পারে না? আর কবে বুঝতে পারবে? কবে বন্ধ হবে এই সর্বনাশা ধ্বংসের আয়োজন? কবে?

নিভৃতির নীচে বাবলু আর চাঁদ দুজনে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে; কারও মুখে কথা নেই। চোখ বন্ধ দুজনেরই। ও পাশে খাবারের লাইনে যারা দাঁড়িয়ে ছিল সবাই খাবার নিয়ে চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। জায়গাটা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে এখন। একজন রক্ষী সামনে এসে দাঁড়াল, 'সাহেব ডেকেছেন, এক্ষুনি যেতে হবে দুজনকেই।'

'কেন ডেকেছেন আমাদের? এই অসময়ে?" বাবলু প্রশ্ন করল। রক্ষী কোনও উত্তর দিল না। তার চওড়া গোঁফের ফাঁকে লুকোনো হাসি দেখে চাঁদু বলল, 'কী ব্যাপার বল তো গণেশ, কোনও ভাল খবর নাকি?"

'হ্যাঁ, ভাল খবরই তো!"

'মানে?'

'ভাল খবর আছে গো, ভাল খবর!"

'হেঁয়ালি করিস না একদম, এক্ষুনি বল।"

'আজ তোমাদের ছুটি হয়ে যাচ্ছে গো..."

'ইয়ার্কি মারা হচ্ছে? তবে রে..." গণেশের চুলের মুঠি চেপে ধরল চাঁদু। খুব হাসছে গণেশ। খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে সে চাঁদুর গায়ে হেলে পড়ল। বাবলু বলল, 'আমরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামি ভাই, আমাদের কোনও দিন ছুটি নেই।" তবু গণেশ

সইসাবুদ সেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বাবলু আর চাঁদ। একটা কালো কুচকুচে ছায়ামূর্তি ওদের দুজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছায়ামূর্তিটাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ করছে দুজনে।

নাছোড়। সে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বাবলু আর চাঁদকে।

রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন সাহেব। মাথার ওপর পাখা ঘর্ঘর করছে। চওড়া টেবিলে সাজানো আছে ফাইলপত্র, দু-একটা বই, ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস। দু'-চারটে চেয়ার ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে এ দিক-সে দিকে। মাথার গোড়ায় গান্ধীজি আর বিবেকানন্দ উঁকি মারছেন সকৌতুকে। সামনে গিয়ে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়েছে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত দুই কুখ্যাত আসামি-বাবলু আর চাঁদ মহম্মদ। সাহেব মুখ তুলে তাকালেন আর মুহূর্তে খান খান হয়ে গেল যাবতীয় নিস্তব্ধতা। তিনি গম্ভীর গলায় বলে দিলেন, 'আজ তোমাদের ছুটি।"

'কিন্তু স্যার...' চাঁদ মহম্মদের কথা আটকে গেল।

'আমরা তো... যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত স্যার। মাত্রই চার বছর হয়েছে আমাদের..." গলা খাঁকারি দিলে বলল বাবলু।

'বললাম তো ছুটি, কথা বাড়িয়ো না,' নির্লিপ্তভাবে সাহেব উত্তর দিলেন।

সইসাবুদ সেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বাবলু আর চাঁদ। একটা কালো কুচকুচে ছায়ামূর্তি ওদের দুজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছায়ামূর্তিটাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ করছে দুজনে। গোলাবাড়ি মোড়ে ওরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। চার দিক নিস্তব্ধ, জনমানবহীন। টুটুনের দোকান ঝাঁপবন্ধ। এত রাতে দোকান খোলা থাকে নাকি? চায়ের গুমটিতে তালা। দিলীপ ময়রার দোকানের বাইরে একটা ভাঙা বেঞ্চি পাতা। ওরা মোড় ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ডান পাশে বড়বাজারের দিকে, সেখানে চারমাথার মোড়ে বৃদ্ধ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

CELEBRATING
125
Years
বগলা চরণ কুণ্ডু
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন
ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় সাজুক
বিবাহের প্রতিটি বিশেষ মুহূর্ত
WHOLESALE & CORPORATE ORDERS :
8910369560
7980603470
www.bagalacharankundu.com
Shyambazar 5 Point Crossing
1 R.G.KAR ROAD, Kolkata, West Bengal 700004

বটগাছের নীচে কুকুর ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্তে। দু-চারটে বটফল ঝরে পড়েছে নীচে। একটা ভাঙা সাইকেলের টায়ার সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে পায়ের কাছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার ওপর। বাঁ দিকে একটা ভাঙা রিকশা নতজানু হয়ে আছে প্রণামের ভঙ্গিতে। সামনের চাকাটা নেই তার। দিগন্তে নীল হয়ে ফুটে আছে আকাশ, তার সারা শরীরে রাতের লাবণ্য। পিচ রাস্তা ধরে ওরা যাচ্ছে খড়িবাড়ি গ্রামের দিকে। গহন ঘুমে ডুবে আছে আশপাশের গ্রামগুলো। ওরা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে রেললাইনের দিকে। ঘুমন্ত রেললাইন পেরিয়ে ওই দিকে ঘন নীল জঙ্গল। ততক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ছায়ামূর্তিটা, পেছনে বাবলু আর চাঁদু।

জঙ্গলের মাথায় পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে গোল হয়ে। শনশন বাতাসে বনফুলের সুঘ্রাণ। সেই ঘ্রাণে সাপ গোপন কোটর থেকে বেরিয়ে মরা কাঠ আর মেটে আলুর পাশ দিয়ে ওই দিকে ছুটছে হিস হিস। তার জিভের আগুনে কেঁপে কেঁপে উঠছে জঙ্গলের রাত। ওই দিকে কাঁটাগাছ, ঝোপঝাড়, ধুতরোর ফুল। আরও দূরে গাছের আড়ালে গণিকার বেশে অসভ্য শেয়ালি দাঁড়িয়ে! তার সঙ্গে দু'-দুটো উল্লসিত মরদা শেয়াল। বেআবরু রিরংসায় কেঁপে কেঁপে উঠছে কাঁটাগাছ, মাটি ও মানকচু। হঠাৎ ছায়ামূর্তিটা দৌড়ে ঢুকে পড়ল ছমছমে সুপুরিবনের ভেতর, তারপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা মানুষের রূপ ধরে বাবলু আর চাঁদুর মুখোমুখি উপস্থিত হল সে। পাঁচ ফুট নইঞ্চির একটা দীর্ঘ শরীর-বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে মাংস কাটা ছুরি। হ্যাঁ, এ-ই তো গোপাল মল্লিক! যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে তার শরীরটা, মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোচ্ছে অনবরত, রক্তে ভেসে যাচ্ছে জামাকাপড়। তার ঠিক পেছনে একটা খর্বকায় খটাশ মাটিতে মুখ ঘষছে ক্রমাগত। মাটি নয়, সে গন্ধ শুঁকছে মাটিতে উবু হয়ে পড়ে থাকা একটা অর্ধমৃত শরীরের-একটা পোড়া কালো কুৎসিত শরীর-ঠোঁটদুটো কাঁপিয়ে সে একটু জল চাইছে শুধু। চাঁদু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখল, সে মোসলেম সর্দার। তার ফুসফুসে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন স্পষ্ট হয়ে আছে। আর একটু পেছনে একটা চোরাখালের ওপর নেতিয়ে পড়ে আছে রতন পালের দগদগে পোড়া শরীর-ছাল চামড়া উঠে কী বীভৎস সাদা হয়ে উঠেছে দেহটা। একটা দাঁতালো হায়েনা খুবলে নিচ্ছে তার দাবনার মাংস। গোঙানির শব্দে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সে এখনও জীবিত! অদূরে আর একটা পোড়া দেহ-ফিরোজ মাস্টারের-গাছের গুঁড়ির মতো স্থির। সে কি তবে মৃত? বাবলু আর চাঁদ মহম্মদ আলতো স্পর্শ করে দেখল, এখনও প্রাণ আছে শরীরে, চোখের পাতা হালকা খুলে আছে। সঙ্গমের অব্যবহিত পরে সেই অসভ্য শেয়ালি আর তার রমণ সঙ্গীরা ওইখানে আকাশে মুখ তুলে অশ্রাব্য গালিগালাজ করছে নিরন্তর।

জারুল গাছ আর পিয়ালের সারির ভেতর চাঁদের আঁচল খুলে খুলে যাচ্ছে। ঝিঁঝিদের অতৃপ্ত আকুল ডাকের মধ্যেই গোপাল মল্লিকের বুক থেকে মাংস কাটা ছুরিটা এক হ্যাঁচকায় টেনে বের করে ফেলল বাবলু। ঠিক তখুনি বাবলুকে বুকে টেনে নিল গোপাল। গোপালের রক্তে বাবলুর জামা লাল হয়ে যাচ্ছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না, কোনও শব্দ করছে না, শুধু দুজনের চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠছে । মোসলেম সর্দারের শরীর পরম মমতায় স্পর্শ করল চাঁদু, তার মুখে ঢেলে দিল তেষ্টার জল। মোসলেম উঠে বসল। চাঁদুর হাতটা ধরে কাছে টেনে নিয়ে নিজের বুকে বোলাতে লাগল সে। শরীরের জ্বালা কমে আসছে এইবার। রতন পালের কাছে এগিয়ে গিয়ে মাংসলোভী ক্ষুধার্ত হায়েনাকে তাড়িয়ে দিল গোপাল মল্লিক। তারপর মুমূর্ষু রতনকে টেনে তুলতেই সে বুকে টেনে নিল গোপালকে। দুজনের দৃষ্টিতেই আকুল প্রার্থনা-ক্ষমার। ততক্ষণে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছে চাঁদু আর ফিরোজ মাস্টার। ফিরোজ মাস্টারের শরীরী যন্ত্রণা আর চাঁদ মহম্মদের মনস্তাপ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের রাতে। রতন পাল এগিয়ে আসছে চাঁদ মহম্মদের দিকে-তারাও পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে অগ্নিশুদ্ধ অন্তঃকরণে। মারুয়ার মদের মতো গাঢ় চাঁদ ফোঁটায় ফোঁটায় ছুঁয়ে পড়ছে হিমঠান্ডা ঘাসের ওপর। রক্তে, চোখের জলে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে মানুষের পাপ ও পাপবোধ, রাজনীতির রং ও রিপু, ভুল আর ভুলের মাশুল। রেললাইন পেরিয়ে সার সার সুপুরিবনের পাশে খড়িবাড়ির জঙ্গলে গহন বনজোছনায় এইভাবে মানুষে মানুষে শেষ বোঝাপড়া গড়ে উঠছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

KHADI SILK EMPORIUM

Khadi INDIA
Institution Code : KVIC/CKMC/WB/185

Shop No : G-95 - 97, Dakshinspan Shopping Complex.
2, Garihat Road (South), Dhakuria, Kolkata - 700068. Phone: 033 4007 - 3809 / 9433245612
A.C Market : Shop No: F-2/3, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata- 700071. Phone : 033 4004 7628
Uttarapan Market - Shop No : F-24, Phone No : 033 2355 1188

WOMENSWEAR : SILK SAREES, COTTON SAREES, KURTIS, PALAZO, SALWAR KAMEEZ, DESIGNER BLOUSE, DRESS MATERIALS.
MENSWEAR : SHIRT, PUNJABI, KURTA

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

আজ মায়ের কাজ ছিল। সারাদিন খুব ব্যস্ততা গেছে। বাবা অবশ্য বারণ করেছিল, এতো ঘটা করে মায়ের কাজ করতে। মা আসলে কোনও ধর্মীয় আচারে বিশ্বাস করত না তাছাড়া মা-বাবার চেনা-পরিচিত- বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা এতো বেশি যে সবাইকে বলাও মুশকিল। মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটা তার ঠিক যেন অন্য মা-মেয়েদের মতো ছিল না। অবশ্য তার মাও, অন্য মায়েদের মতো ছিল না। মনে আছে, একদম ছেলেবেলায় পার্কে খেলতে গিয়ে, বুলি দেখত, তার বন্ধুরা পড়ে গেলে বা আছাড় খেলে, তাদের মায়েরা ছুটে গিয়ে তাদের কোলে নিয়ে গায়ে -মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। আর সে পড়ে গেলে, মা আদর করা তো দূরের কথা, তুলতেও আসত না। দূর থেকে চেঁচিয়ে বলত, গেট আপ, ডিয়ার। উঠে পড়ো। একদিন সে মায়ের কাছে এই নিয়ে রেগে ফেটেও পড়ে। সবার মা কত্ত আদর তাদের লাগলে, তুমি কেন করো না? বুলি, আমি ভাবি, তুই সব যাতে নিজে নিজে করতে শিখিস- সারা জীবন তো আমি থাকব না, তাই তোর যাতে অসুবিধে না হয়, নিজেই যাতে পড়ে গিয়ে উঠে পড়তে পারিস, সেটাই শেখাতে চাই আর কী! ছোটবেলায় সে সব বোঝেনি সে। শুধু বুঝত, তার মা সবার মায়ের মতো তাকে আদর করে না। আর কান্না পেত তাই খুব। আর ছিল পড়ার বাতিক। সারা বছর পাঁজা পাঁজা বই কিনে কিনে কেবল ঘর ভর্তি করেছে। বুলি ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছে, পড়াশোনা করো – পড়ো, লেখো। ইস্কুলের বই পড়তে কখনও বলত না, মা। শুধু বলত, পড়ো, যা ইচ্ছে করে পড়ো, কিন্তু পড়ো। পড়া ছাড়া মানুষ বড় হতে পারে না। বিচ্ছিরি লাগত বুলির। বন্ধুদের মায়েরা কী সুন্দর নেল আর্ট করাতো, নানা কালার করাতো চুলে, হাই হিল জুতো পরে যখন তারা পিটিএম মানে পেরেন্ট টিচার মিটিং -এ আসত,তাদের দেখতে কী ভাল যে লাগত, বুলির! আর তার মা? একখানা জিনস খাটিয়ে ঢোল্লা কুর্তা পরে আসবে। মাথায় 'খোট্টা ছাঁট'। এই কথাটা অবশ্য ঠাম্মা বলতো, মায়ের হেয়ারকাট নিয়ে, মানে হল, ছোট ছোট করে চুল কাটা। বয়েজ কাট– যাকে বলে।চোখে ধ্যাবড়া করে কাজল, হাতে-গলায় ইয়া ইয়া কালচে গয়না– আর কী ছটফটে, বাবা রে! সবার মা একরকম– তার মা আলাদা। ভাল্লাগতো না, তার। বুলির হাঁফ ধরে যেত মায়ের এনার্জির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে। স্কুলের ছুটি পড়ল তো মা পরপর প্ল্যান করে ফেলল– আজ মিউজিয়াম, কাল বেলুড়, পরশু সিনেমা– ছুট, ছুট, ছুট। একটু বড় হতে তার মনে হত, মা ঠিক যেন ঘরে আটকে থাকতে পারে না। সে বাড়িতে থাকলে, তাকে একা পেলেই ওমনি ঠাম্মা নানা কথা বলত। ঠাম্মা আড়ালে বরাবর মায়ের নিন্দে করে এসেছে– তোর মায়ের পায়ে খুর আছে বুঝলি? ঘর-দোরে থাকতে ভালবাসে না। রান্নাবান্না পারে না। তার ইচ্ছে করত, দুপুরে মায়ের পাশে শুয়ে গল্প করতে– গল্প বলতে বলতে মা ঘুমিয়ে গেলে, সে উঠে ক্রিম বিস্কুটের প্যাকেট খুলে, রং পেনসিল নিয়ে বসবে, ট্যাবে 'ফিউচার হোম' বানাবে। মাকে সে তার ট্যাবের নানা গেম-এর 'পেট'দের গল্প শোনাতে চাইত।

কী রে, খুব টায়ার্ড?

সে তো একটু বটেই। কফি বানাচ্ছি। খাবে তুমি?

নাহ! কফি খেলে ঘুম আসে না। তুই এতো রাতে কফি খাস, ঘুমের প্রবলেম হয় না?

না তো। কফি খেলেই বরং আমার ঘুম পায়।

তোর মায়ের মতো স্বভাব একেবারে। সেও মাঝরাতে উঠে কফি করে খেত।

বুলি কিছু বলল না। আজীবন সে দেখে এসেছে, বাবাকে মায়ের সব কথা, সব আচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে– আর মা চলে যাওয়ার পর থেকেই, হঠাৎ একেবারে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। বুলির মেজাজ তেতো হতে শুরু করে। ক'দিন ধরেই, মানে মা মারা যাওয়ার পর থেকেই সবাই বলতে শুরু করেছে,

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Authentic
Bengal Handlooms,
straight from
the Loom
A FIRM OF MORE THAN 100 YEARS
bnd
Biswambhar Nag Das & Co.
TANGAIL
BALUCHORI
DHONIAKHALI
SHANTIPURI
LILEN
MOTKA
BHAGALPURI
KOTKI
KANTHA
PRINT
BAHA
WHOLESELLER
ENQUIRY
033 22729030
Biswambhar Nag Das & Co:
67, Burtolla Street, Burrabazar, Kolkata 700007

সে নাকি একেবারে তার মায়ের মতো।
কোথায় যাচ্ছিস?
কফিটা আনি। জল গরম হয়ে গেছে এতক্ষণে।
কিচেনের সামনে ড্রয়িং রুম। সেখানে মায়ের ছবি বড় করে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। কিচেনে ঢোকার মুখে, একবার মায়ের মুখের দিকে তাকাল সে। ছোট করে কাটা চুল, তীক্ষ্ণ নাক, ভুট্টার দানার মত ত্বক– আকস্মিক দেখলে, মনে হয় যেন ইন্দিরা গান্ধীর আদল। মায়ের মুখের যে চাপা হাসিটা থাকত, ছবিটায় যেন তাও দেখা যায়। মায়ের এক প্রকাশক এই ছবিটা তুলেছিলেন। মায়ের প্রকাশক, কবি, লেখক বন্ধুদের সঙ্গে তার ছোটবেলায় বেশ ভাব ছিল। বইমেলায়, কবি সম্মেলনে দেখা হলে, ক্যাডবেরি, রং পেনসিলের বন্যা বইয়ে দিতেন তাঁরা। কেউ কেউ তো তাকে জড়িয়ে ধরে ছবিটবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেন। যিনি এই পোট্রেটটা তুলেছিলেন, তাঁর নাম বীথি। আজ মৎস্যমুখীতে তিনিও এসেছিলেন। মায়ের প্রথম বই ইনিই প্রকাশ করেন । আজ মায়ের বন্ধুদের দেখে, বুলির বারবার মনে হচ্ছিল, মাও তো আজ থেকে যেতে পারত। সেই আগের মতো, বিকেলে কফিশপে বসা, অনুষ্ঠানে যাওয়া, হইহই করা– কত কথা যে মনে পড়ছে।
কফিটা নিয়ে ঘরে এসে দেখে, বাবা নেই। বারান্দা থেকে ধোঁয়ার লাইন দেখা যাচ্ছে। সিগারেট খাচ্ছে বাবা। বেশ চুপচাপ হয়ে গেছে লোকটা। বুলি, তোর ফোন বাজছে, বলে বাবা ফোনটা এগিয়ে দেয়। রিয়ামাসি ফোন করেছে। রিয়ামাসি মায়ের খুব কাছের ছিল। সেও খুব ভালবাসে রিয়ামাসিকে। রিয়ামাসি অবশ্য লেখে না, গান গায়। অসম্ভব সুন্দর ড্রেস সেন্স রিয়ামাসির। সে যে এনআইএফটি-তে ফ্যাশান ডিজাইনিং নিয়ে পড়ছে, তা অনেকটাই রিয়ামাসির জন্য।

তুই কি পাগল নাকি? জানিস, একবার দিল্লি গেছি, তোর মায়ের কবিতা পড়া, আমার গান গাওয়া। তোকে ফেলে গিয়ে কী মনখারাপ তার। বারবার তোকে ভিডিও কল করছে, তারপর অনুষ্ঠানের বিকেলে হঠাৎ উধাও।

- হ্যালো
কী করছিস, বুলি? লোকজন সব চলে গেছে তো?
হ্যাঁ। ফাইন্যালি।
মায়ের কথা মনে পড়ছে?
আচ্ছা, এটা কী রকম কথা? মায়ের কথা মনে পড়বে না? ওই আর কী!
আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, জানিস।
তোমার কষ্ট হচ্ছে, তোমাকে মা খুব ভালবাসতো বলে।
কী যে সব বলিস ! তোর মা দুনিয়ায় সবচেয়ে যাকে ভালবাসত, সে তুই!
কী যে বল মাসি! মায়ের ধারেকাছে গেলেই ওমনি বলবে, লিখছি রে, পরে আসিস।
তুই কি পাগল নাকি? জানিস, একবার দিল্লি গেছি, তোর মায়ের কবিতা পড়া, আমার গান গাওয়া। তোকে ফেলে গিয়ে কী মনখারাপ তার। বারবার তোকে ভিডিও কল করছে, তারপর অনুষ্ঠানের বিকেলে হঠাৎ উধাও। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না– ফোন করে যাচ্ছে সবাই পাগলের মতো। ঠিক পাঁচ মিনিট আগে তিনি ঝোড়ো কাকের মত ঢুকলেন। কোথায় গিয়েছিল? না, হিল্লি হাটে। তুই কী একটা ভাগলপুরী কুর্তা চেয়েছিস, সেটা কিনতে। আমি বললাম, পরে যেতে পারতে তো? এখন এইভাবেই কবিতা পড়তে উঠবে? প্রচুর ভিড় কিন্তু। তোর মা বলল, সকালে তো ফেরার ফ্লাইট আর প্রোগ্রাম মিটতে মিটতে দিল্লি হাট বন্ধ হয়ে যাবে। ভিড় তো

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ভালই। ভিড়ের একজন হতেই তো এসেছি। বলে, গলায় একখানা স্কার্ফ ঝুলিয়ে উঠে গেল স্টেজে। কী দাপটের সঙ্গে লেখাগুলো পড়ল সেদিন। কী স্মার্ট আর কনফিডেন্ট ছিল ! পরে জানাল, মেয়ের জিনিসটা পেয়ে সেদিন ওরম আনন্দ পেয়েছিল। কী রে? শুনতে পাচ্ছিস?
পাচ্ছি। তোমার কত কী মনে আছে।
মনে থাকবে না? আর্ধেক জীবন তো একসঙ্গেই কাটালাম। কেন? তোর মনে নেই?

বুলির সব কথা মনে থাকে। তাই তাকে তার বন্ধুরা ‘ক্যালেন্ডার’ বলে ডাকে। মায়ের সব কথাই তার মনে আছে। কত রাতে সে ঘুম ভেঙে দেখেছে, মা-বাবার প্রচণ্ড ঝামেলা চলছে। মা-ই চিৎকার করত বেশি, বাবা আস্তে আস্তে কথা বলত বটে কিন্তু তাতে যেন জলবিছুটির আঘাত থাকত। বেশিরভাগ দিনই ঝগড়া চলতে চলতে মা, তার হাত ধরে ব্যাগে মোবাইল ভরে বলত, চল, বুলি, আমরা এখান থেকে চলে যাই। বাবা সবসময় তাদের আটকাতো না। মা, তাকে নিয়ে সিটি সেন্টারে গিয়ে কোনও ক্যাফেতে বসত। তাকে বার্গার, কেক কিনে দিত। নিজে কিছু খেত না। সে দেখত, মা বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। দু’গাল বেয়ে জল নামছে। সে হয়তো হাত বাড়িয়ে মায়ের গাল থেকে চোখের জল মুছিয়ে দিতে যাচ্ছে, এমন সময় কেউ না কেউ এসে যাবেই। আরে তুমি, বুলি? তোমার মায়ের লেখায় তোমার কথা কত পড়েছি। বলেই ফোন বের করে সেলফি তুলতে শুরু করে দেবে। মা যেন তার নিজের ছিল না– অন্য লোকেদের। যখন রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ বাধল, মা যুদ্ধ নিয়ে কবিতা লিখত। আর খবর দেখতে দেখতে কাঁদত। টেনিসনের লেখা খুব ভালবাসত মা। জানিস বুলি, আমরা যা যা দেখি, তার সবকিছুরই অংশ আমরা।
সবকিছুর?
হ্যাঁ। ওই যে আকাশে তারা ফুটেছে, ওর সঙ্গেও আমাদের যোগ আছে। যে পাখিটা ডাকছে, তারও কিছুটা অংশ আমরা।
কী করে জানলে?
ওমা, টেনিসন তো লিখেই গেছেন, ‘আই অ্যাম আ পার্ট অফ অল দ্যাট আই হ্যাভ মেট’।
ছোট্ট বুলি, মায়ের কোলে গিয়ে উঠতে চাইত তখন কিন্তু ততক্ষণে, মা ল্যাপটপ খুলে বসে পড়েছে আবার। সে কোলে উঠতে চাইলে, বলত, একটু পরে, বুলি, একটু পরে। সেই ‘পরে’ আসার আগে সে পাশের ঘরে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যেত অপেক্ষা করতে করতে। আর বাবা তখন আপিসে থাকত। মা তাকে, ছেলেবেলায় অধিকাংশ সময়েই সঙ্গে নিয়ে যেত। ঠাকুমা কানে শুনতে পেত না বলে, মায়ের ভয় ছিল, সে যদি বাড়িতে থেকে পড়ে যায় বা হাত-কেটে যায়– চিৎকার করলেও ঠাকুমা শুনতে পাবে না। তার মোটেই ভাল্লাগতো না, কবিতা শুনতে যেতে। যদিও সেখানে মাসিমণিরা, মামারা তাকে অত্যন্ত আহ্লাদ দিত, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে

অ্যাকাডেমির পাশের দোকান থেকে ক্যাডবেরি, চিপস কিনে দিত– কিন্তু তার খুব বোর লাগত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু কবিতা শুনতে। মাকে সে কথা বলতে, পরের বার থেকে, সঙ্গে করে আঁকার খাতা, রং পেনসিল নিয়ে যেত মা। কবিতাপাঠের সময় সে ছবি আঁকতো। তবে সেও আর কাঁহাতক ভাল লাগে! বাবা আপিস থেকে ফেরার পথে, তাদের নিতে আসত। সে বায়না করত, চলো, বাইরে ডিনার করি। বাবা, সে যা বলত, তক্ষুনি করবেই করবে। সে, বাবা, মায়ের হাত ধরে পার্ক স্ট্রিটে যেত । খাওয়া সেরে, বা বাইরে এসে পান কেনা হত, তার জন্যে হজমোলা। সে অবশ্য কোল্ড ড্রিংকের বায়না করত। কিন্তু মা দেবে না। একদম সফট ড্রিংক নয়, শরীরের জন্য খুব খারাপ। পরে, এই ডিনারের লোভ দেখিয়ে মা তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি করাতো।

কিন্তু মা দেবে না। একদম সফট ড্রিংক নয়, শরীরের জন্য খুব খারাপ। পরে, এই ডিনারের লোভ দেখিয়ে মা তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি করাতো। বুলি, বসে কেন এখনও? রিয়ামাসি ফোন করেছিল। সে তো অনেকক্ষণ আগে।

বুলি, বসে কেন এখনও?

রিয়ামাসি ফোন করেছিল।

সে তো অনেকক্ষণ আগে।

তাই?

তাই মানে কী? তোর মনে নেই? সেই থেকে একা একা বসে কী ভাবছিস?

কিছু না। ঘুমাতে যাব।

শোন, রিয়াকে বলিস তো এর মধ্যে আসতে। তোর মায়ের ঘরটা একবার গুছিয়ে দিয়ে যাবে।

বাবা শোনো, তোমার সঙ্গে মায়ের অত ঝগড়া হত কেন?

তোর মা, একেবারে অন্যরকম ছিল, বুলি। জেদি, আদর্শবাদী। আমার মনে হত, আমি বুঝি ওর থেকে পিছিয়ে পড়ছি। আর তোর মা ভাবত, আমি বুঝি তাকে হিংসে করি। বিশ্বাসও করতে পারত না আমাকে।

আর ঠাম্মা? ঠাম্মা যে সবসময়, মা বেরলেই নিন্দে করত?

হ্যাঁ। সেটা মা করত। আমার মা লেখাপড়া জানে না, মেয়েদের ছোট করে বলে তোর মা দেখতে পারত না একদম তোর ঠাম্মাকে। মায়ের কি খুব অহংকার ছিল? তা তো ছিলই। কিন্তু ঠাম্মাকে দেখতে না পারার আরও একটা কারণ ছিল। আমাদের তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে। তোর ঠাম্মাই তখন বাড়িতে সত্যনারায়ণপুজো করতে চাইল। আমি তো জানি, তোর মা ধর্মীয় কোনও রিচ্যুয়ালই মানে না কিন্তু সে বলল, মামণি যখন চাইছে, হোক। পুজোর দিন, ঠাকুর মশাই, পুজো শেষ করে মজা করে বললেন, এবার কিন্তু সাধে আসব। ওমনি তোর ঠাম্মা বলে উঠল, হ্যাঁ ঠাকুরমশাই আসবেন আর আশীর্বাদ করবেন যেন ছেলে হয়। ঠাকুরমশাই বললেন, সে কী মা! সন্তান তো সন্তানই হয়, ছেলে-মায়ের ভেদ করবেন না। তোর ঠাম্মা ছাড়বার পাত্তর ছিল না, বুঝলি! খুব ঝগড়া করতে পারত। কী যে বলেন, বাবা, আমার বাপ-ঠাকুরদা জানিয়ে গেছেন, পুত্র হল বংশের বাতি। ছেলে না হলে, মুখে আগুন পায় না বাপ পিতেমো। ‘তুমি মুখে আগুন পাবে- তাহলেই হল, আমাদের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না’, ওদিকে থেকে তোর মা লাফিয়ে উঠেছে। রাগে মুখ চোখ লাল। স্বভাব অনুযায়ী, সটান দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আমি তো বুঝতে পারছি না, কী করব। এদিকে ঘর ভর্তি বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবার সামনে এই নাটক।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

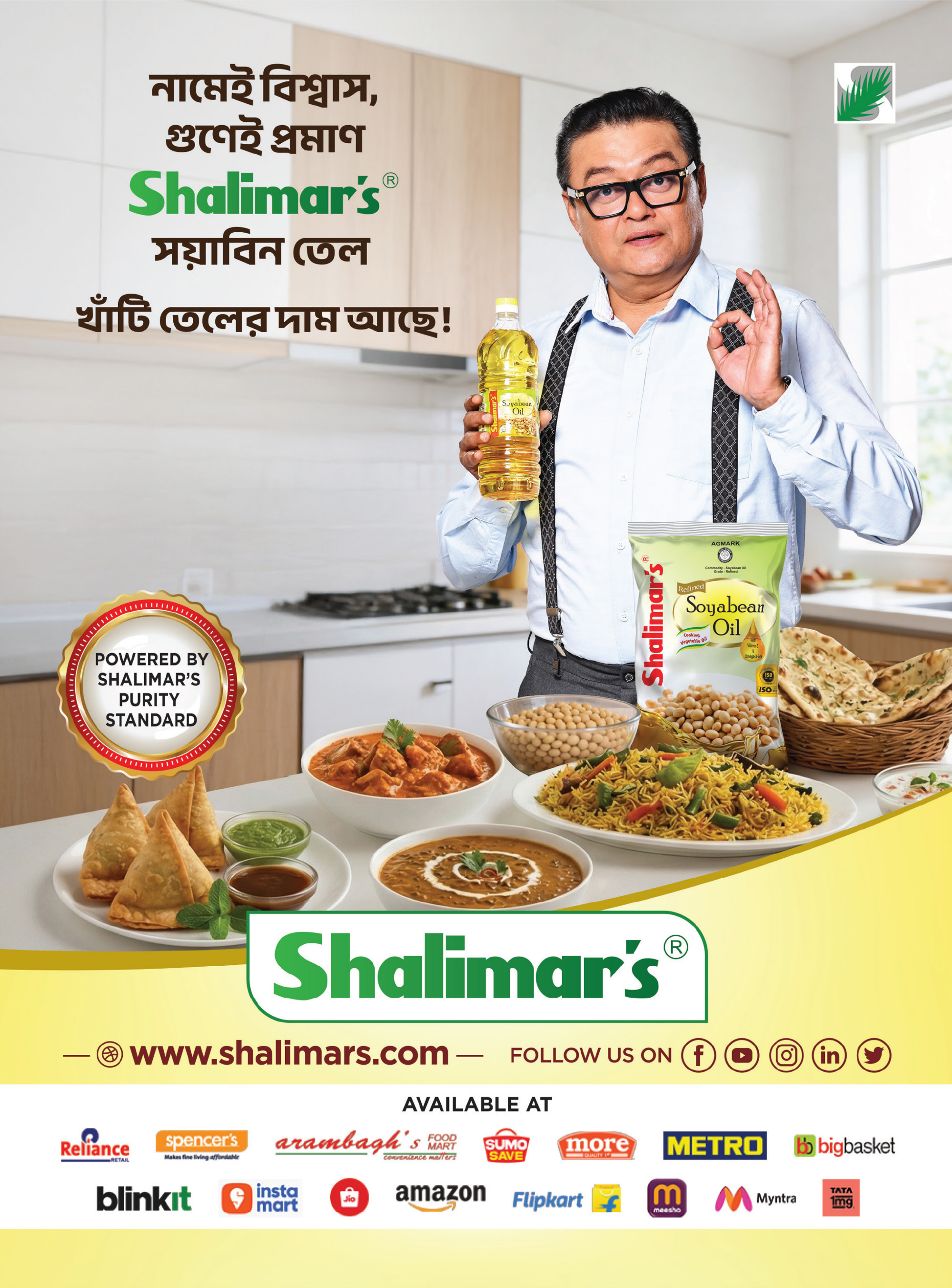
নামেই বিশ্বাস,
গুণেই প্রমাণ
Shalimar's®
সয়াবিন তেল
খাঁটি তেলের দাম আছে!
POWERED BY SHALIMAR'S PURITY STANDARD
Soyabean Oil
AGMARK
Refined
Soyabean Oil
Shalimar's
Shalimar's®
www.shalimars.com
FOLLOW US ON
AVAILABLE AT
Reliance RETAIL
spencer's
arambagh's FOOD MART
SUMO SAVE
more
METRO
bigbasket
blinkit
insta mart
amazon
Flipkart
meesho
Myntra
TATA 1mg

এ ঘটনা আগে বলোনি তো!
কী করে বলি বল? সারা জীবন তো নিজের মায়ের জন্য তোর মায়ের হাতে-পায়ে ধরে গেছি। লোকের কাছে কত না কুকথা শুনেছি। বুলি, তুই খুব লাকি রে। তোর মায়ের জন্য তোকে কখনও কোথাও মাথা নিচু করতে হয়নি। বিশেষ করে, মায়ের মিথ্যে কথা, লাগানো-ভাঙানোর জন্য আমাকে অনেক অপমান সইতে হয়েছে! কত আঘাত দিয়েছি তোর মাকে। জানিস, বিয়েতে আমার মা ওকে আশীর্বাদ করেছিল, একখানা ভাঙা বালা দিয়ে? ভরা বিয়েবাড়িতে আমার একেবারে মাথা হেঁট। আমার কলিগরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল। মা একেবারেই আমার যন্ত্রণা, মান-অপমানের তোয়াক্কা করেনি কখনও। বেসিক্যালি অত্যন্ত কিপটেও ছিল। এই সব কারণে, তোর মা একেবারে বিমুখ হয়ে যায়। কিন্তু কী করব বল? আমার যে মা। ফেলে দিতেও তো পারি না। ফলে, আমাদ্র মিউচ্যুয়াল বন্ডটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল একটা সময়ে। পরে, আবার খানিকটা ঠিক হয়।
বুলি চুপ করে থাকে।
তোর মাকে ভুল বুঝিস না, বুলি।
তুমি শুতে যাও, বাবা। ঘুমের ওষুধ নিয়েছো?
তুইও শুতে যা। আর কফি খাস না।
বাবা চলে যেতে, বুলি মায়ের স্টাডিতে ঢুকল। বইয়ের র‍্যাক এলোমেলো। টেবিলে বন্ধ ল্যাপটপের পাশে, তিনটে ডায়েরি। একগাদা পেন। বুলি নিশ্চিত, সেগুলোর মধ্যে অন্তত আশিভাগেরই কালি শেষ হয়ে গেছে। বাংলা, ইংরেজি অভিধান, ইছামতী, ছিন্নপত্রাবলী রাখা। একটা ছোট্ট মাটির ফুলদানিতে তার স্কুলে করা কাগজের ফুল। রাজস্থানে গিয়ে ঘাগরা পরে ছবি তুলিয়েছিল মা, তখন তার বয়স তিন কি চার। সেই ছবিখানা বাঁধিয়ে রেখেছিল, মা তার লেখার টেবিলে। আর একটা ঘড়ি। টেবিলক্লক।

পরদিন সকাল –

বুলি, এই বুলি ওঠ, ওঠ। কলেজ আছে তো।
চোখ খুলেই বুলি দেখে, মা ডাকছে।
কী রে, কী হয়েছে ?
মা শোন, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম তুমি আর নেই। বুলির চোখ দিয়ে জল উপছে গেল বলতে বলতেই। মা একেবারে জড়িয়ে কোলে নিয়ে বসল তাকে।
জানিস, মরার স্বপ্ন দেখলে আয়ু বাড়ে।
মা বড্ড জড়িয়েমড়িয়ে আদর করতে ভালবাসে তাকে।
আজ ক্লাস ক'টায়?
বারোটা।
শোন, চল, তোর বাবাকে নিয়ে তিনজনে ব্রেকফাস্ট করতে যাই। তারপর তোকে কলেজে ছেড়ে একেবারে ফিরব।
বুলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, লাফ দিয়ে ওঠে। কী যে সব প্ল্যান করে মা! মায়ের সঙ্গে বেরোতে তার বরাবর প্রবল ভাল লাগে। স্বপ্নে যে কী সব হাবিজাবি দেখল, মাকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে ব্যাপারটা। কারণ, সেই ছেলেবেলা থেকেই মা-ই তার সবচেয়ে কাছের মানুষ, মায়ের বন্ধুরাই তার বন্ধু। সেই তো বরাবর মাকে লেখার সময়ে আগলে রাখে। কফি করে দেয়। বাবা-মায়ের ঝগড়া হয় বটে– তবে সে আর কোন বাড়িতে না হয়! কিন্তু স্বপ্নে সে যে, ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিল, তার মানে উৎস কী হতে পারে, ভাবতে ভাবতে বুলি স্নানে ঢুকল। না, তার মাকে সে বোঝে। না-পাওয়া যা আছে, তাতে ক্ষোভ নেই তার। কিন্তু মাকে হারালে কী হতে পারে, সে কাল রাতে জেনে গেছে।
বুলি, বুলি বেরো। দেরি হয়ে যাচ্ছে।
দ্রুত জল ঢালতে লাগল সে। বাইরে রোদ উঠেছে ঝলমলে। মা আছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

The Free Farm®

www.thefreefarm.co.in Follow us on | Available in

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বুকের ধুকপুকুনিটা তখনও কমেনি। জীবন আর মৃত্যুর মাঝে এক চুলের ফারাকটা আজ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। গাঁক গাঁক শব্দ করে ট্রেনটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। ট্রেন নয়, ওটা যেন যমদূত। আমাকে নিতে এসেছিল। ভুল বলা হল, নিতে আসেনি, আমিই ধরা দিতে গিয়েছিলাম। যমের অরুচি ভেবে হয়তো ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে শেষ মুহূর্তে। যমরাজ কেমন দেখতে? দেখার খুব শখ ছিল আমার। যমরাজের রক্তচক্ষুটা ঠিক কেমন? ট্রেনের পিছনে ওই দুটো লাল আলোর মতো? নাকি তার থেকেও ভয়ঙ্কর কিছু— সেটা আপাতত অজানাই রয়ে গেল।

হাত বাড়িয়ে ব্যাগ থেকে একটা বোতল বার করে আমার হাতে দিল অনির্বাণ। অনির্বাণ মানে যমরাজের সঙ্গে আমার ডেটিং-এর মাঝে যে ছেলেটা তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে উপস্থিত হল, সেই অনির্বাণ— মানে আমার কলেজের বেস্ট ফ্রেন্ড অনি। ওর জোরালো ধাক্কায় ট্রেন লাইনের ধারে ছিটকে পড়ে এ যাত্রায় নির্বাণ লাভ করা হল না।

ঢক ঢক করে বেশ কিছুটা জল গলায় ঢেলে তাকালাম অনির দিকে। ও-ও আমার দিকে তাকিয়ে সোৎসাহে প্রশ্ন করল— 'লেগেছে কোথাও?'

ওর প্রশ্ন শোনার পর খেয়াল হল, লাগার তো কথা অবশ্যই। হুমড়ি খেয়ে পড়েছি অনির ধাক্কায়। এতক্ষণ খেয়ালও করিনি হাঁটুর কাছটা বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে। শাড়িটা তুলে দেখলাম— বেশ অনেকটা ছড়ে গেছে, রক্ত বেরোচ্ছে। অনি সেদিকে তাকিয়ে বলল— 'দাঁড়া, আমার ব্যাগে ওষুধ আছে, লাগিয়ে দিচ্ছি।'

জল দিয়ে জায়গাটা ধুয়ে একটা মলম লাগিয়ে দিল অনি।

— তুই ব্যাগে ওষুধ নিয়ে ঘুরিস?
— আমার তো মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের জব। ব্যাগে ফ্রি স্যাম্পল থাকেই সব সময়।
— কিন্তু আমাকে এভাবে বাঁচালি কেন অনি? আমি তো মরব বলেই ট্রেন লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটছিলাম।
— হুঃ, মরা অত সহজ নাকি? আমি না এসে পড়লেও কেউ না কেউ এসে তোকে ঠিক বাঁচাত।
— কী হবে বল তো বেঁচে থেকে?

আমার চোখ দুটো কেন জানি ঝাপসা হয়ে আসে। সহানুভূতির সুরে কেউ কথা বললে আমার এরকম হয়। আন্তরিকতার ছোঁয়া পেলে চোখের কোণ দুটো ভিজে আসে অকারণেই।

— কী হয়েছিল তানি, যার জন্য এত বড় একটা কাণ্ড ঘটাতে যাচ্ছিলিস? আমি তো জানতাম তোর মতো সুখী মানুষ খুব কমজনই আছে।

অগোচরেই বুকের ভেতর থেকে একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। — সুখী হতে হলে কী চাই বল তো অনি?

— একটা ঘর, দুটো মানুষ আর একটা মন।

বড় ভালো কথাটা বলল। চিরকালই বলত। আমার মনের মতো কথা। সেইজন্যই আমরা বেস্ট ফ্রেন্ড ছিলাম। কলেজে সবাই কানাকানি করত অনি আর তানির মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অ্যাফেয়ার আছে। আমি পাত্তা দিতাম না। একসাথে সিনেমা দেখা, ক্যান্টিনে আড্ডা, এক প্লেটে খাওয়া, ওর সিগারেটের কাউন্টারে টান— এগুলো ছিল নিত্যদিনের অভ্যাস।

কলেজে পা রাখার দিন প্রথম ওর সাথেই পরিচয় হয় আমার। সেই থেকে আমি তানিশা গাঙ্গুলী, ওরই দেওয়া নামে বন্ধুদের কাছে তানি হয়ে গেলাম আর অনির্বাণ হয়ে গেল অনি। সেই অনিকেই যে কেন এভাবে দূরে ঠেলে দিলাম? দূরে না ঠেলে কোনও উপায়ও ছিল না আমার। এত কাছাকাছি চলে এসেছিলাম যে দূরে না ঠেললে আর সরাতেও পারতাম না কখনো।

আমার সব বিশ্বাস সেদিন ভেঙে চুরমার করে দিল অনি। সেদিন বেঞ্চে বসে এক ঠোঙায় বাদামভাজা খেতে খেতে বলেছিল— 'তোকে খুব ভালোবাসি

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
আনন্দোৎসবে প্রতিটি ঘরে থাক
শালিমারের বিশুদ্ধতার ছোঁয়া
Shalimar's
Sunflower Oil
Sunflower Oil
Available in:
Flipkart
blinkit
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
SUMO SAVE
hyperpure
instamart

তানি। আমায় বিয়ে করবি?’

প্রথমে নিজের কানের প্রতি অবিশ্বাস জন্মেছিল। ঠিক শুনছি তো? হয়তো অনি ইয়ার্কি করছে। পরক্ষণেই ভুলটা ভাঙল। না, ইয়ার্কি করছে না। মুখ-চোখ যথেষ্ট সিরিয়াস। সেই সিরিয়াস
মুখেই আবার বলল— ‘দেখিস, আমি তোকে খুব সুখী রাখব।’

সেদিন খুব কষ্ট হয়েছিল। আমার সব বিশ্বাস, সব আস্থা এভাবে ভেঙে তছনছ করে দিল অনি! কীভাবে পারল? সব ছেলেরাই কি এরকম? ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কের বাইরে কিছু ভাবতে পারে না? রাতে বিছানায় শুয়ে খুব কেঁদেছিলাম। সেটা বিশ্বাসভঙ্গের জন্য না অনিকে অপমান করার জন্য— সেই উত্তরটা আমার কাছে এখনো স্পষ্ট নয়।

সেদিনের পর থেকে আর সহজ হতে পারিনি অনির কাছে। কথাবার্তা যেটুকু হয়েছে সেটাও কেমন দায়সারা। একরকম এড়িয়েই চলতাম ওকে। আমি যতটা না এড়াতাম, তার থেকে অনেক বেশি এড়িয়ে যেত অনি। তারপর কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কে কোথায় ছিটকে গেলাম, কেউ জানি না।

বছর দুয়েক পর তার গলাতেই মালা দিলাম, যাকে একান্ত করে চাইতাম। আর আমাকে যে চাইত, সে বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেল আস্তে আস্তে। কলেজের বন্ধুদের মধ্যে নীহার আর বিদিশার সঙ্গে এখনো যোগাযোগ আছে ফেসবুকে। ওরাই বলেছিল, অনি ফেসবুকে নেই, তবে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হয় ওর সঙ্গে। মাস ছয়েক আগেও হয়েছিল বিদিশার সঙ্গে। বিয়ে তো দূরের কথা, একটা অ্যাফেয়ারও করতে পারল না ছেলেটা। সেই একই রকম উড়নচণ্ডী রয়ে গেল। এতটা ভালোবাসা রাখা ছিল

দিশা, নীহারের সঙ্গে যতবারই দেখা হয়েছে, ততবারই আমার কথা জিজ্ঞেস করেছে অনি— ‘কেমন আছি?’ ‘কোথায় আছি?’ ‘ছেলে-মেয়ে হয়েছে কিনা?’ কিন্তু কখনো আমার নতুন মোবাইল নম্বর চায়নি ওদের কাছে। ওরা দিতে চাইলেও নেয়নি।

ওর মনে? সাত বছর পরেও আমার ফিলিংস থেকে বেরোতে পারল না!

বিদিশা, নীহারের সঙ্গে যতবারই দেখা হয়েছে, ততবারই আমার কথা জিজ্ঞেস করেছে অনি— ‘কেমন আছি?’ ‘কোথায় আছি?’ ‘ছেলে-মেয়ে হয়েছে কিনা?’ কিন্তু কখনো আমার নতুন মোবাইল নম্বর চায়নি ওদের কাছে। ওরা দিতে চাইলেও নেয়নি। দূরে থেকেও একটা অদৃশ্য সেতুপথে দুটো মানুষের যোগাযোগ ছিল এভাবেই।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। জীবন নিয়ে, সম্পর্ক নিয়ে আমার উপলব্ধিগুলো আরও অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। বেশ বুঝতে পেরেছি, একটা ছেলে আর একটা মেয়ের মধ্যে বেস্ট ফ্রেন্ডশিপ হয় না কখনো। যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে তাদের দুজনের মধ্যে কোনও একজনের প্রতি অন্যজনের দুর্বলতা আছে। এই উপলব্ধি নিয়ে পাঁচটা বছর একজনের ঘর করলাম। নিজেকে ভাঙলাম, গড়লাম, তারপর আজ হঠাৎ আচম্বিতে অনির সঙ্গে সাক্ষাৎ।

— কী এত ভাবছিস?

অনির কথায় সম্বিৎ ফিরল।

— কিছু না। পুরোন দিনের কথা ভাবছিলাম।

— তোর ঘরে ফেরার তাড়া আছে? নাহলে চল আমার সাথে। একটু হাঁটি।

— না না, তাড়া নেই কোনো।

মনে মনে ভাবছি, আমার আর ঘর! অনিকে অনেক কিছু বলার আছে। তবু এত বছর পর দেখা— ও কি

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com

Shalimar's®

রান্নায় আসুক দেশী স্বাদ

শালিমার শেফ মশলা সাথে থাক

Available in:

bb | Flipkart | blinkit | spencer's | METRO Wholesale | zepto | more. | METRO Cash & Carry | SUMO SAVE | hyperpure | instamart

সেই আগের মতো সহজ হতে পারবে? ও সহজ হতে না পারলে মনের আগল খুলে সব কিছু বলতেও পারব না। তবে আজ ওর ব্যবহারে কোনওরকম আড়ষ্টতা নজরে পড়েনি। সহজ স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলেছে। অবলীলায় আমার পায়ে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে; যেটা দেখে আমার নিজেরও একটু অবাকই লেগেছে।

— জুতোটা এখানে খোল তানি।

আমি অবাক হয়ে বললাম— কেন?

— আরে খোল না। ঘাসের ওপর হাঁটব দুজনে।

— এ আবার কী পাগলামি তোর?

— তোর মনে নেই কলেজের লনে আমরা দুজনে খালি পায়ে কত হেঁটেছি? কী ভালো লাগত না তখন?

ঘাসের ওপর হাঁটতে এখন সত্যিই ভালো লাগছে। তবুও বিমর্ষতা কাটেনি। কিছু বলতে ইচ্ছেও করছে না এখন।

আমার পাশেই হাঁটছে অনি। তবু বেশ জোর গলায়ই ডাকল— তা-নি-ই-ই। সেই আগের মতো। উত্তর করলাম না। তাকালাম।

— কিচ্ছু ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি হাসলাম। বললাম— ভালো চাকরি করছিস শুনলাম; অনেক পয়সা করেছিস নাকি?

অনি হাসতে হাসতেই বলল— আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিস নাকি?

— হুম, তা লাগিয়েছি বৈকি। ঠিক যেমন তুইও আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিস।

এবার হো হো করে হেসে উঠল অনি। আমিও হাসলাম। কতদিন এভাবে একসাথে হাসিনি দুজনে। মনখারাপের মেঘগুলো উত্তুরে হাওয়ায় একটু একটু করে সরে যাচ্ছিল। আমিও বুক ভরে শ্বাস নিতে নিতে মুহূর্তটাকে রঙিন করে নিচ্ছিলাম।

— বিদিশাদের সাথে অনেকদিন দেখা হয়নি না?
— মাস ছ'য়েক আগে হয়েছিল। আগে যখন রথতলায় থাকতাম দেখা হত। মাসখানেক হল ওখানকার পুরনো বাড়িটা বেচে সিঁথিতে ফ্ল্যাট কিনেছি।
— আরিব্বাস! দারুণ ব্যাপার। তা এবার বিয়েটা কর?
অনি উত্তর করে না। শুধু মুচকি মুচকি হাসে।
— আয় না ফ্ল্যাটে একদিন।
— হুম, যাব। তুই চাইলে আজই যেতে পারি। থাকতে দিবি ক'দিনের জন্য? পেয়িং গেস্ট হয়েই থাকব। তারপর কোথাও একটা ঘরের বন্দোবস্ত হয়ে গেলে আর জ্বালাব না।
অনির চোখে খুশি উপচে পড়ল যেন।
— তুই থাকবি সত্যি? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না।
— তুই জায়গা দিলে নিশ্চয়ই থাকব।
— চল তাহলে।
আরও কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিল অনি। ওর সব ভাবনাগুলো এক জায়গায় জট পাকিয়ে আটকে আছে। আমি সেটা জানি। নিজের ঘর থাকতে ঘর খোঁজার কী কারণ থাকতে পারে আমার? ও সেটাই ভাবছে। তার ওপর রেল লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটছিলাম মৃত্যুকে ছোঁব বলে। তাহলে কি দুই আর দুইয়ে চার ভেবে নিয়েছে? তবে আশ্চর্য, ওই প্রসঙ্গে একটা কথাও জানতে চায়নি। হয়তো ভেবেছে, যোগাযোগ যখন একবার হয়েছে, তখন খবরগুলো পরে ঠিক শোনা যাবে। আপাতত আমার মনের বিপর্যস্ত অবস্থা কাটাতে মুহূর্তটাকে যতটা সম্ভব প্রাণবন্ত করে রাখতে চায়।
আমিও ভাবছি, ভাবছি। কল্পনার ডানায় উড়তে উড়তে ভাবছি। কেমন হবে অনির ফ্ল্যাট? ওখানেও কি আমার পছন্দের পিঙ্ক রঙটাই করেছে ওর বেডরুমে? ও তো আমার সব পছন্দই জানত। বলেছিল— কোনদিন যদি ফ্ল্যাট কিনি তাহলে তোর পছন্দের পিঙ্ক রঙটা করব দেওয়ালে। আমি বলতাম— সেকি! তোর বউয়ের যদি পিঙ্ক পছন্দ না

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkaranannya.com

হোটেল পুলিনপুরী (পুরী)

Hotel Pulin Puri (Puri)

SWARGADWAR, PURI-752001, ODISHA
Ph : (06752) 222 360, 220 700
Fax : (06752) 221 700
mail : hotelpulinpuri@yahoo.com
Online Booking : www.hotelpulinpuri.com

হোটেল নিউ সি-হক (পুরী)

HOTEL NEW SEA HAWK(PURI)

NEW MARINE DRIVE, SWARGADWAR,
PURI-752001, ODISHA
Email : hotelnewseahawk@yahoo.co.in
Ph : (06752) 231 500, 231 400, Fax : 230 268
Online Booking : www.hotelnewseahawk.com

We Have No Connection With
Hotel Sea Hawk (Digha)

Kolkata Booking :
48A, Dr. Sundari Mohan Avenue
, 1st floor (Opp.Ladies Park),
Kolkata - 700014
Ph : (033) 2289 7578
9007857627, 9831289141.

হয় তখন কী করবি?
— পছন্দ না হলে থাকতে হবে না ওকে।
স্পষ্ট বলে দিত অনি। আর আমি ওর ঝাঁকড়া চুলের মুঠিটা বেশ করে নাড়িয়ে দিতাম। আমার প্রতি ওর এই ভালোবাসাটা আগে বুঝতে পারিনি। স্বাভাবিক বন্ধুত্বের টান ভেবেছিলাম। যখন বুঝলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আসলে কিছু কিছু জিনিস বুঝতে নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধির প্রয়োজন হয়।
অনিকে বন্ধুর বেশি কিছু ভাবিনি কখনো। আসলে ছোট থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল খুব বড় ঘরে বিয়ে হবে। হাজব্যান্ডের প্রচুর পয়সা থাকবে। বিশাল উঁচু একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের টপ ফ্লোরে আমি থাকব, যেখান থেকে আকাশের তারাগুলোকে অনেক কাছে লাগবে। হাজব্যান্ড রোজগার করে যা দেবে, সেটা দু'হাতে খরচ করেও শেষ করা যাবে না। কালো কাচ ঢাকা এসি গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াব শপিং মল থেকে মাল্টিপ্লেক্স— যখন যেখানে খুশি।
অনির এসবের কোনোটাই নেই। ওর না আছে চাল, না আছে চুলো, না আছে টাকা-পয়সা। কেরিয়ার নিয়েও কোনও চিন্তা-ভাবনা ছিল না। পলেস্তরা খসা দুই কামরার ছোট্ট একতলা বাড়িটা বোধহয় জব চার্নকের আমলে তৈরি হয়েছিল। ঘরগুলোর সাথে যেন সূর্যের সাতজন্মের শত্রুতা, মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সেই ঘরে এসে সংসার পাতব, এটা কল্পনাতেও আসেনি কখনো।
বিয়ে হল। আমি যেমনটি চেয়েছিলাম, ঠিক তেমনি। হাজব্যান্ডের বিশাল ব্যবসা। যখন যা চাই, পেয়েও যাই। সেসব চাওয়াগুলো অবশ্যই পার্থিব চাওয়া। দামি গাড়ি, মোবাইল, টিভি, এসি— কোনও কিছুতেই কমতি রাখেনি সে। মাঝে মাঝে এই অপর্যাপ্ত ধনসম্পদের প্রাচুর্যে নিজেই হাঁপিয়ে উঠতাম। তবু

প্রথম প্রথম দু'হাতে খরচ করতে বেশ ভালোই লাগত। টাকা ওড়ানোটাও একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। তারপর আস্তে আস্তে সব কিছুর ওপরই কেমন একটা অনীহা চলে এল। ফ্ল্যাটে অনেক রাত অবধি মোচ্ছব চলত।

সব কিছু পেলেও একটা জিনিস পেলাম না— সেটা হল ভালোবাসা। বিয়ের পরেই দিব্যেন্দু বলে দিয়েছিল, ওর এক বান্ধবী আছে; তার সাথে স্বাভাবিক মেলামেশায় যেন আপত্তি না করি। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ঘরে মদের আসর বসবে। জিনিয়াও থাকবে সেখানে। জিনিয়া মানে হাজব্যান্ডের সেই বান্ধবী। আপত্তি করিনি কিছু। আপত্তি করলেও লাভ কিছু হত না।
প্রথম প্রথম দু'হাতে খরচ করতে বেশ ভালোই লাগত। টাকা ওড়ানোটাও একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। তারপর আস্তে আস্তে সব কিছুর ওপরই কেমন একটা অনীহা চলে এল। ফ্ল্যাটে অনেক রাত অবধি মোচ্ছব চলত। দিব্যেন্দুর কড়া নির্দেশ ছিল, ওই ঘরে আমি যেন কখনো প্রবেশ না করি।
রাত হলে বন্ধুরা একে একে চলে যেত। জিনিয়া যেত সবার শেষে। মাঝেমাঝে ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দু'জনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করেছি। ফুঁসে উঠতাম আগে আগে। আমার থেকে দ্বিগুণ আক্রোশে ফুঁসত দিব্যেন্দু। চিৎকার করে বলত— 'হোয়াই নাউ?'
আমারও জেদ ততোধিক। বলতাম— 'আমার ঘর, যখন খুশি আসব।'
গ্লাসে পড়ে থাকা মদের ঝাপটা এসে লাগত চোখে-মুখে। বৃশ্চিক দংশনের মতো আমার শরীরে তখন অজ্ঞাত অস্বস্তি। গলানো সীসের মতো দিব্যেন্দুর বলা কথাগুলো কানের পর্দায় গিয়ে লাগত— 'গেট আউট ফ্রম হিয়ার, স্কাউন্ড্রেল।'
গতকাল ছিল তেমনি একটা রাত। সন্ধে থেকেই মদের ফোয়ারা চলছিল। রাত বাড়লে অন্য সব বন্ধুরা এক এক করে চলে গেল। শুধু গেল না একজন— সে জিনিয়া। তারপর একসময় ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে মনে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

As seen in
SHARK TANK INDIA
SEASON 4
Introducing
Nutriplates
by nanighar®
POWERED BY
Shalimar's®
nanighar®
nanighar®
nanighar®
Launching soon!

হল, এ বাড়ির দরজাও আমার জন্য বন্ধ হয়ে গেল বোধহয়।
তারপর আজকের এই দিন।
সব বলব অনিকে। ওকে কথাগুলো বলার জন্য মনটা আকুলিবিকুলি করত একসময়। মনে হত, ওর মতো বন্ধু যদি পাশে থাকত, বদ্ধ দরজার আগল খুলে কথার ঝর্ণাগুলো কলকলিয়ে উঠত। ওর বাড়িতেই তো উঠব। রাতভর বকবক করে ওর ঘুমের বারোটা বাজাব।
এখনও কি ও আগের মতোই ঘুমকাতুরে আছে? কে জানে! ঘুম থেকে উঠতে না চাইলে আগের মতো গায়ে জল ঢেলে দেব। ঘুম থেকে তুলে কাজে পাঠাব। ও কাজে গেলে ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করে সাফ করে রাখব।
অনির পুরনো বাড়ির সিলিংটা ঝুলে ভরা থাকত। নতুন ফ্ল্যাটেও ঝুল জমেছে কি? ঝুল জমলে আতিপাতি করে খুঁজে ঘরটাকে ঝকঝকে করে রাখব। রান্নাটা আমি খুব একটা পারি না। তবে ভাতে-ভাত করে দিতে পারব। আর ঘুগনি বানাতে পারি। ভাতের সাথে ঘুগনি— আহা, দারুণ কম্বো।
যতদিন নতুন জায়গায় থাকার বন্দোবস্ত করতে না পারব, ততদিন থাকব। আর অন্য জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে না হলে এখানেই কাটিয়ে দেব জীবনের বাকি দিনগুলো। ধুর! কী সব মাথামুণ্ডুহীন আবোলতাবোল ভাবনা! নিজের মনেই হাসতে থাকি।
আমাকে হাসতে দেখে অনি বলল— কী রে, হাসছিস কেন নিজের মনে?
আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম— আরে, এমনিই। চল, ওঠা যাক এবার।
— বাড়ি যাবি তো তাহলে?
— হ্যাঁ রে। যাব বলেই তো বললাম।
অনেকটা রাস্তা পাশাপাশি হাঁটলাম। সেই কবে দু'জনে হেঁটেছিলাম মনে নেই। অনি বাসে উঠতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিয়ে বললাম— বেশি তো দূর নয়, হেঁটেই যাব চল। রাস্তায় ফুচকা খাওয়া যাবে।
প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর অনি দূর থেকে দেখাল— ওই দেখ, তিনতলায় আমার ফ্ল্যাট। বারান্দা দেখা যাচ্ছে।
কিছুটা এগোলে ফ্ল্যাটের ছবিটা আরও স্পষ্ট হল। অনির থেকে একটু সরে বললাম— এক মিনিট দাঁড়া। ফোন এসেছে, আগে রিসিভ করে নিই।
ফোনে কথা বলা শেষ করে বললাম— আজ যাওয়া হবে না রে তোর ফ্ল্যাটে। অন্য একদিন আসব।
অনি অবাক চোখে প্রশ্ন করল— সেকি! কেন?
— আরে, হাজব্যান্ড ফোন করেছে। বলছে, ওর শরীরটা ভালো নেই। এখনই আসতে।
অনি মনে মনে ভাবছে, আমি কি পাগল? অদ্ভুত একটা বিস্ময়মাখা চোখে আমার দিকে তাকাল। সে চাহনিতে মনে হল হাজারটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুখে শুধু বলল— সত্যিই আসবি না?
বললাম— আজ নয় রে। তবে তোর ফ্ল্যাট দেখে গেলাম যখন, নিশ্চয়ই আসব একদিন। আজ আসি।
পিছন ফিরে তাকালাম না। আমি জানি, অনির বিস্ময়-মিশ্রিত চোখের চাহনিটা আমার চলার পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবে। খুব বড় একটা সারপ্রাইজ দিচ্ছিল অনি ওর ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে। 'বিয়ে করবি কবে?'— জিজ্ঞেস করতে কোনও উত্তর দেয়নি পাজিটা। শুধু মুচকি মুচকি হেসেছিল। দূর থেকে ওই ফ্ল্যাটের বারান্দায় এক মহিলাকে আমি আগেই দেখেছিলাম একঝলক। মনে হল, ওটা অনির বউ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। তখন ফলস রিং করে অনির থেকে সরে গিয়ে হাজব্যান্ডের ফোন আসার নাটকটা করলাম।
তৃতীয় ব্যক্তি এলে ঘর ভাঙে— এটা আমার থেকে ভালো কেউ জানে না।
অনির বউ দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েছে কি? হয়তো বা পেয়েছে। পেলে দরজা খুলে তৃতীয় ব্যক্তি আসার প্রতীক্ষা করছে কি?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

স্নান করে উঠে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তড়িঘড়ি চুলে চিরুনি চালাচ্ছিল পৃথা। আজ আবার দশটাতেই এ কে বি-র ক্লাস। আগের দিনের ক্লাসটা তার মিস হয়েছে। আজ কোনও মতেই— সর্বনাশ! আচমকা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা টেবিল ক্যালেন্ডারটার দিকে চোখ পড়তেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল পৃথার। আজই তো শনিবার, তার মানে কাল তাদের— ইস, সে কী করে ভুলে গেল? আজও যদি ওদের কিছু বলা না যায় তাহলে সোমবার কলেজে ক্লাসভর্তি মেয়ের সামনে— উঃ, আর ভাবা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা হল তাদের বাংলা অনার্সের ম্যাডাম সুচরিতাদি অবসর নিয়েছেন। তাকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হচ্ছে তাদের ডিপার্টমেন্টের তরফে। স্টুডেন্টরা আলাদা করে তাকে সংবর্ধনা দেবে ঠিক করেছে। অথচ যা চাঁদা উঠেছে তাতে পেন, বই, ব্যাগ কিনতেই প্রায় সব শেষ। অথচ আরও ভালো কিছু না কিনলেই নয়। পরামর্শ হচ্ছে কাশ্মীরি শাল কেনার ব্যাপারে। কারণ শোনা যাচ্ছে আইস স্কেটিং রিঙ্কে দারুণ শীতের জিনিসের মেলা হচ্ছে। রবিবার শেষ। সেখানে শেষ দিন সস্তায় শাল পাওয়া যেতে পারে। প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে গেছে ব্যাপারটা।

পৃথা একটু ভয়ে ভয়ে বলল— কিন্তু তাহলেও তো সেই সাউথ ক্যালকাটা যেতে হবে। কে যাবে?

জয়তী একটু বিস্মিত ভাবে তাকাল— কেন? আমরা সবাই মিলে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের সামনে মিট করব। তারপর ওখান থেকে আইস স্কেটিং আর কতদূর?

পৃথার গলা প্রায় শুকিয়ে আসছিল। তার বাড়ির অবস্থা তো আর এরা জানে না। কোনও মতে বলল— না রে, মা আমায় কিছুতেই ছাড়বে না, তোরা যাস, টাকা যা লাগবে আমি দিয়ে দেব।

পিউ জিভ ভেংচে বলল— টাকা! লাগবে দিয়ে দেব— আহারে! আমরা শুধু খেটে মরব, না? তোকে যেতে হবে। নইলে তুই আমাদের টিম থেকে আউট। যাবি তো নর্থ ক্যালকাটা থেকে সাউথ ক্যালকাটা। এমন করছিস যেন তোকে কেউ প্লুটো বা নেপচুনে যেতে বলেছে।

পৃথা চিন চিন করে বলল— আমি তো যেতে চাই রে। কিন্তু মা কিছুতেই...

— তুই কি এখনও ক্লাস ওয়ানের খুকি যে কেবল মাও মাও করছিস?

জয়তী দাঁড়িয়ে উঠে বলল— সাইলেন্স, সাইলেন্স ফ্রেন্ডস! আমরা রবিবার ফেয়ারে যাচ্ছি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ফাইনাল ডিসিশন। পৃথা, তোর ইচ্ছা হলে যাবি, নইলে যাবি না, কিন্তু মাইন্ড ইট— না গেলে ফেয়ারওয়েল অ্যান্ড ওয়াল ম্যাগাজিনে দুটো প্রোগ্রাম থেকে তুই বাদ। ফ্রেন্ডস, আর ইউ অ্যাগ্রি উইথ মি?

সবাই সমস্বরে বলে উঠল— অ্যাগ্রি, অ্যাগ্রি।

এই শীতের সকালেও সেদিনের কথাগুলো মনে পড়তে কপালে ঘাম ফুটে উঠল পৃথার।

তার বাবা একটা বড় কোম্পানির সেলস ম্যানেজার। মাসের মধ্যে পনেরো দিনই তাকে বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। ছোট থেকেই সব ব্যাপারে মায়ের উপরে সে বড্ড নির্ভরশীল। মা কোনও দিন তার গায়ে হাত তোলেননি বটে, কিন্তু তার ঠান্ডা গলার ধমকেই পৃথা জমে আইসক্রিম হয়ে যেত। তার থেকে সে আজও বেরিয়ে আসতে পারেনি।

‘বুনি, ভাত দিয়েছি। খেতে আয়।’ মায়ের ডাকে চমক ভাঙল পৃথার। তাড়াতাড়ি চিরুনি রেখে উঠে এল।

ডাইনিং টেবিলে বসে আনমনে ভাতের থালায় আঁকিবুঁকি কাটছিল পৃথা। কিচেন থেকে পাঁপড় ভাজার গন্ধ আসছে। কট করে ফ্রেশ এয়ার ফ্যান বন্ধ করার শব্দ এল। বাবা বারবার বলার পরেও মা কিছুতেই কিচেন চিমনি আনতে দেননি বাড়িতে। মায়ের নাকি শব্দটা সহ্য হয় না। এক ডিশ পাঁপড় নিয়ে বেরিয়ে এলেন পৃথার মা অমিতা। ফর্সা, নিটোল, দীর্ঘাঙ্গী। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে যা চোখে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রতিটি চুমুকে থাক আসল চায়ের স্বাদ
আর ভরপুর সতেজতা..
Natural Aroma with Refreshing Taste
Shalimar's®
DELIGHT
Tastea Cup
Natural Aroma
Baatein Rukni Nahi Chahiye..
Natural Aroma with Refreshing Taste
Shalimar's®
SUPER
Tastea Cup
Natural Aroma
Shalimar's®
www.shalimars.com
FOLLOW US ON
AVAILABLE AT
Reliance RETAIL
spencer's
Makes fine living affordable
arambagh's FOOD MART
convenience matters
SUMO SAVE
more
METRO
bigbasket
blinkit
instamart
Jio
amazon
Flipkart
meesho
Myntra
TATA 1mg

পড়ে তা হল তার মুখের স্বাভাবিক বুদ্ধির দীপ্তি।

আর পারছিল না পৃথা। চোখ বন্ধ করে মাকে বলেই ফেলল। অমিতা একটু
ভেবে বললেন— ফেয়ারওয়েলের ব্যাপার যখন তখন তো যাওয়াই উচিত। যাবি।

পৃথা নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ যে তার কল্পনার অতীত। পাঁচ মিনিটের মধ্যে থালার খাবার সাফ করে ফেলে উঠতে যাবে, অমিতা বলে উঠলেন— কাল কটায় ওরা দেখা করতে বলেছে?

বিকেল চারটের সময়।

ঠিক আছে। তিনটে নাগাদ বেরোলেই চলবে। শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট তো। ফেরবার সময় বরং ভবানীপুরে তোর সেজ মাসির বাড়ি হয়ে আমরা আসব।

‘আমরা’, যেন বিষম খেল পৃথা।

হ্যাঁ, আমিও যাব তোর সঙ্গে। ফিরতে ফিরতে তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে। ওসব দিকের রাস্তাঘাট ঠিকমতো চিনিস তুই? তারপর অন্ধকারে একা একা কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসবি। আমি মরি তখন।

এক মিনিট আগেও খুশির যে ফানুসটাতে চড়ে উড়ছিল পৃথা, কে যেন পিন দিয়ে সেটাকে ফাঁসিয়ে দিল।

পৃথা টেবিল ল্যাম্পের সামনে বসে ডায়েরি লিখছিল। ঘড়ির কাঁটা এগারোটার ঘর অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে গেছে। পাশের ঘরে মা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আজকে সারাটা দিন যা গেল, পৃথা গালে হাত দিয়ে

অস্থির লাগছিল পৃথার। টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অন্ধকার ঘরে জানলার ফাঁক দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো ঢুকে একটা আলো-আঁধারি পরিবেশ তৈরি করছে। শুতে গিয়েও শুল না পৃথা।

কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর তার কালো মলাটের ডায়েরিতে লিখল— মা, বন্ধুদের সামনে তুমি এভাবে আমাকে হেনস্থা করলে কেন? তুমি কি চাও না আমি মেরুদণ্ড সোজা করে বাঁচি?

অস্থির লাগছিল পৃথার। টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অন্ধকার ঘরে জানলার ফাঁক দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো ঢুকে একটা আলো-আঁধারি পরিবেশ তৈরি করছে। শুতে গিয়েও শুল না পৃথা। আস্তে আস্তে ড্রেসিং টেবিলে, আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। উল্টোদিকের আয়নায় ফুটে উঠল পৃথার আবছা মূর্তি। একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখল পৃথা। কলেজে সবাই বলে ওর নাকি দারুণ ফিগার। নিজেকে আয়নায় দেখে পৃথারও মনে হয় এ ধরনের প্রশংসা ওর প্রাপ্য।

কিন্তু আজ আলো-ছায়ার মধ্যে আয়নায় নিজের ছায়ামূর্তি দেখে শিউরে উঠল পৃথা। ঠিক যেন ভগ্ন মেরুদণ্ডের একটা অসহায় দুর্বল মেয়ে ওর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। দুহাতে মুখ ঢেকে বিছানায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল পৃথা।

কলেজের লাইব্রেরি রুম থেকে বেরিয়েই জয়তীর মুখোমুখি হয়ে গেল পৃথা। বিব্রত মুখে কালকের ব্যাপারে কী কী কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভাবার চেষ্টা করল পৃথা। জয়তী কিন্তু কোনও বিতর্কের ধার দিয়েও গেল না। কাঁধের ব্যাগটা ঠিক করতে করতে ব্যস্ত ভাবে বলল— এই যে তোর জন্যই আমরা ওয়েট করছিলাম, নে, চল।

কোথায়?

কোথায় আবার, পিউদের বাড়ি। এ.আর.ডি আর

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
নরম, মসৃণ ও
উজ্জ্বল ত্বকের
গোপন রহস্য!
Shalimar's
Moisturizing
Body Oil
200ml.
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
SUMO SAVE
hyperpure

আর.সি দুজনেই কী একটা সেমিনারে গেছে। ওদের ক্লাসগুলো আজ আর হবে না।

কিন্তু আমার বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মা আবার... কাল দেখলি তো।

চটে গেল জয়তী— উঃ, কাল যা হবার হয়েছে। আর আজ কাকিমাকে বলার দরকার কী? শোন, চারটের মধ্যে তোকে বাসে তুলে দেব। ওদের ওখান থেকে তোর বাড়ি তো আরও কাছেই হবে। চল, আর সাধ্য-সাধনা করতে পারব না।

পিউয়ের মাকে এর আগেও বেশ কয়েকবার দেখেছে পৃথা। ভীষণ হাসিখুশি। মাঝে মাঝে পিউয়ের ওপর হিংসে হয় পৃথার। পিউদের ঝকঝকে চারতলার ফ্ল্যাটে বসে সবাই তারিয়ে তারিয়ে পিৎজা খাচ্ছিল। খেতে খেতে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল পৃথা।

পিউয়ের মা এক সময় বলে উঠলেন— কী ব্যাপার পৃথা? খেতে ভালো হয়নি বুঝি?

এ মা, না না, ভীষণ ভালো হয়েছে কাকিমা— ভয়ানক লজ্জা পেয়ে গেল পৃথা।

ঠিক সেই সময়ে পাশের ঘর থেকে কার যেন ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল— বউমা, ঘরের আলোটা একটু জ্বালিয়ে দাও না মা।

সঙ্গে সঙ্গে মুখের চেহারার পরিবর্তন হয়ে গেল পিউয়ের মার। নিজের মনেই বলে উঠলেন— উঃ, যত সব ঝঞ্ঝাট। মালতী, মালতী, দ্যাখ গিয়ে ঠাকুমা কী বলছে।

মালতী নামের কাজের মেয়েটি কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলে উঠল— বউদি, ঠাকুমার বিকেলের ওষুধটা ফুরিয়ে গেছে যে— কী করব এখন?

প্রচণ্ড বিরক্তি সহকারে পিউয়ের মা বলে উঠলেন— উঃ, সারাদিন কী করছিলি? কে ছুটবে এখন দোকানে? কাল দেখা যাবে।

পিউ বলে উঠল— ঠাকুমাকে ছোটকা কবে নিয়ে যাবে বল তো?

কে জানে। মুখ গোমড়া করে বলে উঠলেন পিউয়ের মা। আমাদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি তো নিজেরা ঝাড়া হাত-পা হয়ে— বলতে বলতে বোধহয় তার খেয়াল হল যে ঘরে আরও গুটি কয়েক বাইরের লোক উপস্থিত, এবং তারা তার মেয়ের বন্ধু। আর সবাই খাওয়া ফেলে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

একটু অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বললেন— একি? তোমরা খাচ্ছ না কেন? মালতী, কিচেন থেকে চিকেন প্যাটিসের ডিশটা নিয়ে আয়।

বাড়ি ফেরার পথে সবাই পিউয়ের মায়ের বানানো খাবারগুলোর খুব প্রশংসা করছিল, কিন্তু পৃথা কিছুতেই ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারছিল না। একটা অস্বস্তি যেন ওর মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিল।

বাড়ি ঢুকতে একটু দেরিই হয়ে গেল। পৃথা বেশ একটু ভয়ে ভয়ে কলিং বেল বাজাল। অবাক কাণ্ড, দরজা খুলে কে এসে দাঁড়াল?

আনন্দে চোখ চকচক করে নিল পৃথার— ঠাকুমা, তুমি কখন এলে?

এলাম তো দুপুরে রে। থাকি এবার কিছুদিন, কী বল?

কিছুদিন? ওসব শুনছি না। একদম এখানেই থাকবে তুমি।

ইতিমধ্যে হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন অমিতা। বললেন— খবরদার, তোর ঠাকুমাকে আর ছাড়বি না বুনি।

বাড়ির পরিবেশটাই কেমন বদলে গেল। দুদিন বাদে বাবাও ফিরে এলেন। বাড়ি যেন একেবারে জমজমাট অবস্থা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

LSG MULTISPECIALITY
HOSPITAL

আপনজনের মতো
আপনার পাশে

+91 9836804935

24 HOURS SERVICE

6M57+86G, Ranaghat Rd, Ranaghat,
Kamalpur, West Bengal 741201

সেদিন রাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না পৃথার। বাথরুম যাবে বলে উঠল। বাবা-মার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে মায়ের গলা শুনে থমকে দাঁড়াল ও।

— বড়দার ওখানে আর পাঠিয়ো না মাকে। ওদের অবস্থা তো দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ছেলেটা ব্যবসা ব্যবসা করে গুচ্ছের টাকা নষ্ট করল। বড়দির দিকে তো আর তাকানো যায় না।

বাবার
গলা শোনা গেল— আমিও তাই ভাবছি। কমল তো তবু কলকাতায় রয়েছে, ভালো চাকরি করছে। কিন্তু কোনও গরজই নেই। ওরও তো একটা দায়িত্ব রয়েছে।

— তা হোক, উনি আমাদের বাড়িতে থাকলে আমরা তো আর ফতুর হব না। আর কতকাল ভাগের মা হয়ে হয়ে ঘুরবেন? অনেক হয়েছে। যাই, একটু জল খেয়ে আসি।

তাড়াতাড়ি ঘরের সামনে থেকে সরে গেল পৃথা।

কদিন পরে বিকেলে পৃথার ঠাকুমা রানীবালা বারান্দায় বসে বসে রাস্তাঘাট দেখছিলেন। পৃথা স্মার্টফোনটা হাতে নিয়ে এসে হাজির হল।

অবাক চোখে তাকালেন রানীবালা।

— কী রে? কী করবি এটা দিয়ে? ছবি তুলবি নাকি?

তোমার গান রেকর্ড করব।

— দূর পাগল! স্নেহমাখা চোখে তাকালেন রানীবালা। ওসব তো আমি কবেই ভুলে গেছি।

ইস, বললেই হল! কাল আমি শুনেছি, তুমি চুল বাঁধতে বাঁধতে গান করছিলে। চল চল ঠাকুমা।

নিজের শোবার ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলে বসিয়ে দিল ঠাকুমাকে। টেবিলের ওপর রাখল ফোনটা।

কী? রেডি?

হেসে ফেললেন রানীবালা। চোখের কোণ দুটো চিকচিক করে উঠল। কতদিন এভাবে কেউ তার কাছে আবদার করেনি। চোখ বন্ধ করে একবার ভাবলেন। তারপর বললেন— নে, চালা। রেকর্ডিং-এর সুইচ টিপল পৃথা।

উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে চললেন রানীবালা— '... আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান।'

তন্ময় হয়ে শুনছিল পৃথা। হঠাৎ ওর চোখটা চলে গেল ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে। অমিতা কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ওর পিছনে। আয়নায় ফুটে উঠেছে তার অবয়ব। চোখ বন্ধ করে গান শুনছেন অমিতা। তার চোখ থেকে বিন্দু বিন্দু শিশির কণার মতো জল ঝরে পড়ছে। বিস্ময়ে, আনন্দে মাখামাখি হয়ে মায়ের এ নতুন রূপের দিকে তাকিয়ে রইল পৃথা।

তন্ময় হয়ে শুনছিল পৃথা। হঠাৎ ওর চোখটা চলে গেল ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে। অমিতা কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ওর পিছনে। আয়নায় ফুটে উঠেছে তার অবয়ব। চোখ বন্ধ করে গান শুনছেন অমিতা।

ঘরের মধ্যে রানীবালার কণ্ঠ পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে লাগল— 'যারে জানো নাই, যারে জানো নাই...'

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

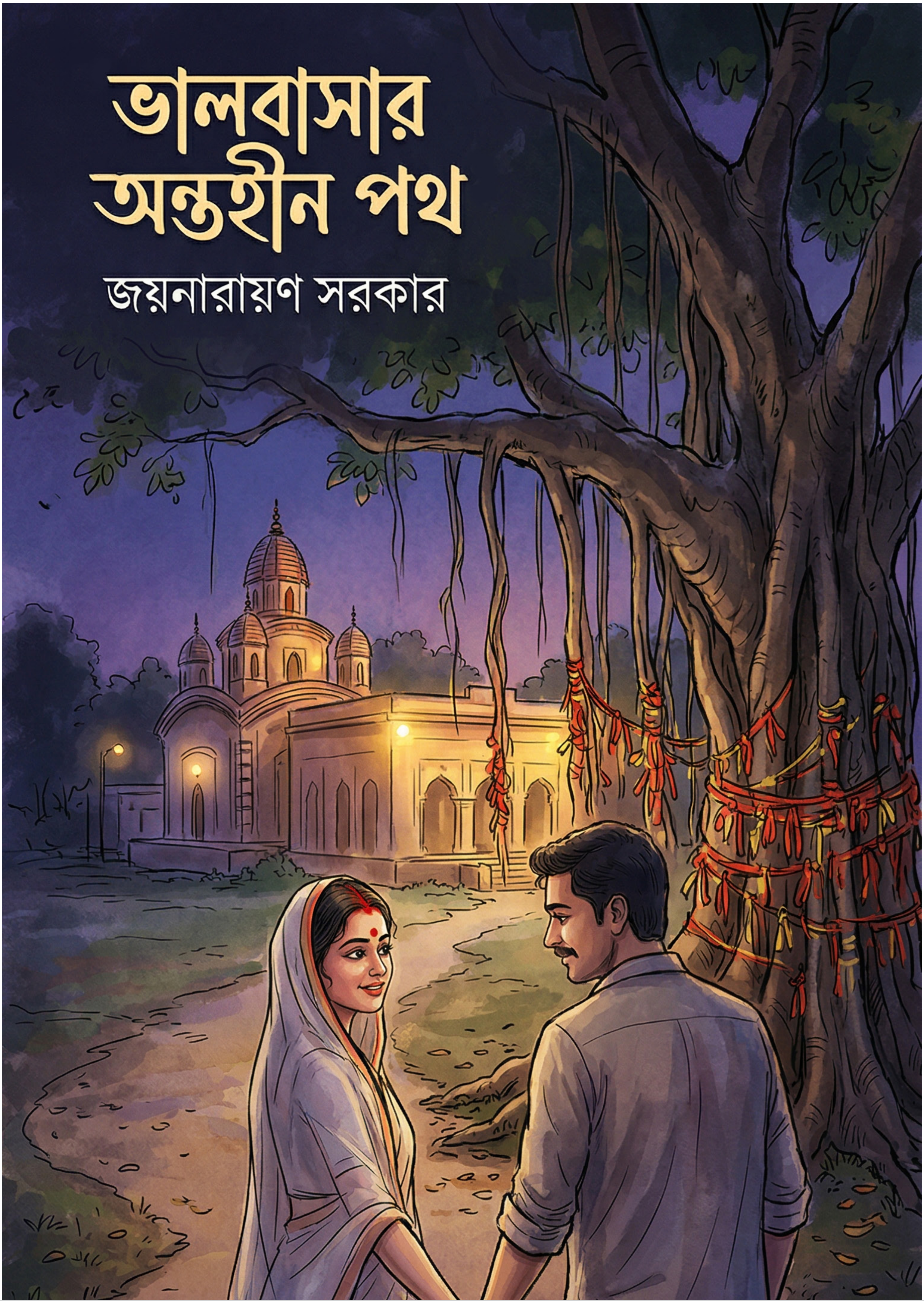

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

"জানো সুপ্রিয়, তোমার সঙ্গে হাঁটতে আমার খুব ভাল লাগে।"
হঠাৎ করে বলে শ্রেয়া। বিকেলের মসৃণ আলোয় ওর মুখটা জ্বলজ্বল করে উঠেছিল।
সুপ্রিয় খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, "আমারও ভাল লাগে। জানো, কখনও কখনও মনে হয় দুজনে হাত ধরাধরি করে কোথাও চলে যাই।"
খিলখিল করে হেসে ওঠে শ্রেয়া। ওর হাসিতে প্রাণখোলা আনন্দ মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।
হাসি থেমে যেতে বলে, "দূর, কোথায় আর যাব। তোমার যা ব্যস্ততা। এই বুড়িমার পুকুরের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, এটাই তো অনেক।"
সুপ্রিয় খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বলে, "আমার ব্যস্ততা মানে? কবে এমন হয়েছে, তুমি বলেছ আর আমি যাইনি?"
শ্রেয়া শান্ত স্বরে বলে, "তোমার তো আবার জনসেবা করতে ভাল লাগে। তাই বলছিলাম..."
এক টুকরো ঢিল পুকুরের জলে ছোড়ে সুপ্রিয়। ঢিলটা জলে পড়তেই ঢেউয়ের পর ঢেউ কিছু সময় ধরে খেলা করতে থাকে।
মোবাইলটা বেজে উঠতেই সুপ্রিয় ধরে। শ্রেয়া তখনও নিমগ্ন হয়ে ঢেউ খেলে যাওয়া জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।
ফোনটা কেটে পকেটে রাখতে রাখতে সুপ্রিয় বলে, "আজ চলো, কাল আবার আসব।"
অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শ্রেয়া বলে, "হঠাৎ কী হল, এখনই যেতে হবে? আরও একটু গল্প করি।"
ব্যস্ততার সঙ্গে সুপ্রিয় বলে, "না, আজ থাক। আবার কাল এই সময় দেখা হবে এইখানে।"
বলেই হনহন করে হাঁটতে শুরু করে সুপ্রিয়। শ্রেয়া কিছু না বুঝেই ওর পিছন পিছন হাঁটতে থাকে।

রাস্তাটা সোজা চলে গেছে শহরের দিকে। চারমাথার মোড় আসবার আগেই সুপ্রিয় বাঁদিকের গলিতে ঢুকে পড়ে। শ্রেয়া বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।
সন্ধের অন্ধকার ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে। হঠাৎ করেই দোকানগুলোকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছে শ্রেয়ার। এই রাস্তা দিয়ে ছোট থেকে কতবার যে হেঁটেছে, তা আর মনে করতে পারে না। কিন্তু আজ এমন কেন হল! কয়েক দিনের পরিচয়েই মন দিয়ে ফেলেছিল সুপ্রিয়কে। প্রথম কথা বলার সময় বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ির ঘা মারছিল। তবে সুপ্রিয়র কথা আরও কাছে টেনে নিয়েছিল ওকে।
সুপ্রিয়র হাঁটাচলা, কথাবার্তা ওকে মোহিত করে তুলেছিল। এ কথা কাউকে বলতে পারেনি। মনের অন্দরের গোপন কুঠুরিতে বন্দি করে রেখেছিল। অবসর সময় ওই কুঠুরির তালা ভেঙে নানা স্বপ্নের জাল বোনা শুরু হয়ে যেত।
মোবাইল বেজে উঠতেই চমকে উঠে তাকায় স্ক্রিনের দিকে। "সু" লেখাটা জ্বলজ্বল করছে।
"হ্যালো!" বলে শ্রেয়া।
অন্যপ্রান্তে সুপ্রিয়র গলা শুনতে পায়। ফোনটা আরও শক্ত হাতে ধরে কানে চেপে ধরে।
সুপ্রিয় একনাগাড়ে বলে, "কিছু মনে কোরো না। কালকে তুমি যতক্ষণ বলবে আমি ততক্ষণ থাকব তোমার সঙ্গে। মনখারাপ করবে না, প্লিজ।"
একটাও কথা বলেনি শ্রেয়া। ফোনটা কেটে যায়।

সুপ্রিয়র সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর থেকে পালটে যেতে থাকে শ্রেয়া। মনের ভেতরে সবসময়ই আলাদা একটা ফুর্তি অনুভব করে সে। প্রথম যেদিন দেখেছিল সুপ্রিয়কে, সেদিনটার কথা ভুলতে পারে না সে।
মামনদির ডাকে নাচ করতে গিয়েছিল ওদের পাড়ায়। রবি ঠাকুরের "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্য হয়েছিল। মামনদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ছবিদির নাচের স্কুলে। শ্রেয়া বরাবর নাচ ভাল করে। তাই মামনদি ওকে বলেছিল। রিহার্সালের শুরুর দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল সুপ্রিয় কিছু একটা বলতে চায়। প্রথম প্রথম এড়িয়ে গিয়েছিল। রিহার্সাল শেষ হলেই সুপ্রিয় মুখিয়ে থাকত ওকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দেওয়ার জন্য। মামনদিও বলত, রাত একটু বেশি হয়ে গেছে, সুপ্রিয় তোকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। আরও কয়েকজন ছেলে থাকতে কেন যে ওর কথা বলত, শ্রেয়া বুঝতে পারত না। শ্রেয়া রাজি না হলেও প্রথমদিন সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল সুপ্রিয়। সাইকেল চালাতে চালাতে অনেক কথা বলেছিল। শ্রেয়ার খারাপ লাগেনি। তারপর থেকে মামনদি না বললেও রিহার্সাল শেষ হলেই সুপ্রিয় এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ত। শ্রেয়া শুধু বলেছিল, "সাইকেলে আর যাব না। হেঁটে চলুন।"
সুপ্রিয় মৃদু হেসে বলেছিল, "ঠিক আছে, সাইকেলে যেতে হবে না। তবে আপনি বলছ কেন?"

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
ফুলের সুবাসে ভরা
প্রতিটি ফোঁটা
আর শালিমারের
প্রতিশ্রুতি!
Shalimar's
JASMINE
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
SUMO SAVE
hyperpure

অন্ধকারে জিভ কেটে শ্রেয়া বলেছিল, "আসলে কয়েক দিন মাত্র আলাপ হয়েছে। তাই আর কী!"
সুপ্রিয় হো হো করে হেসে উঠে বলেছিল, "আচ্ছা, একটু পুরনো হলে তবেই তুমি বলবে?"
শ্রেয়া মৃদু হেসে উঠেছিল। সেই রাতটা ছিল জ্যোৎস্নার আলোয় আলোকিত! শ্রেয়ার মৃদু হাসিতে মুখটা বেশ দেখতে লাগছিল।
অনুষ্ঠানের দিন যত এগিয়ে আসে সুপ্রিয়র ব্যস্ততা বাড়তে থাকে। ক্লাবের ওই ছিল সেক্রেটারি। দল বেঁধে চাঁদা তোলা, ডেকোরেটার্স, লাইটের লোকদের সঙ্গে কথা বলা—এত ব্যস্ততার মধ্যেও নৃত্যনাট্যের রিহার্সালে থাকত সুপ্রিয়।
শ্রেয়ার বুঝতে এতটুকুও অসুবিধা হয়নি।

মোবাইলটা বেজে ওঠে। সুপ্রিয় "হ্যালো" বলতেই ওপারে শ্রেয়ার গলা শুনতে পায়।
শ্রেয়া বলে, "আজ বিকেলে গোডাউন মাঠের পাশে দেখা করবে?"
সুপ্রিয় চটজলদি বলে, "বিকেল মানে, ক'টার সময়?"
শ্রেয়া বলে, "পাঁচটার সময়।"
সুপ্রিয় "হ্যাঁ" বলতেই ফোনটা কেটে যায়।

সুপ্রিয় একটু আগেই পৌঁছে গেছে গোডাউন মাঠে। অপেক্ষা করতে থাকে শ্রেয়ার জন্য। কত কী মনে মনে ভাবে। কিছুক্ষণ পরে শ্রেয়া আসে। দুজনে মাঠের একপাশে গিয়ে বসে। তখন সবে সন্ধে নামছে। ওই মাঠে আরও কয়েক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা বসে।
সুপ্রিয় বলে, "হঠাৎ এভাবে দেখা করতে বললে?"
শ্রেয়া দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "বাড়িতে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কোনও কিছু করতে ভাল লাগছিল না। এমনকী নাচের স্কুলেও যাওয়া হয়নি বেশ কয়েক দিন।"
সুপ্রিয় বলে, "কেন?"
শ্রেয়া কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলে, "আসলে তোমাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না!"
সুপ্রিয় তার ডান হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরে। শ্রেয়া মাথা নিচু করে বসে থাকে।
সুপ্রিয় বলে, "দূর, পাগলি মেয়ে কোথাকার! এভাবে থাকলে তো কিছুই করতে পারবে না। আমি সবসময় আছি তোমার সঙ্গে।"
শ্রেয়া দুটো হাত দিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরে।

দক্ষিণের হাওয়া উথালপাথাল করে তুলছিল দুজনকে। নিবিষ্ট হয়ে কতক্ষণ বসেছিল তা আর মনে নেই।

সুপ্রিয় একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি পেয়েছে। ফোনে সেই খবরটা দিয়েছিল শ্রেয়াকে। আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল। তবে শুধুমাত্র ছুটির দিনগুলোতে দেখা হবে ভেবে মনটা বিষণ্ণও হয়ে উঠেছিল।
প্রতিদিন ফোনে কথা হয়। আর মুখিয়ে থাকে ছুটির দিনগুলোর জন্য। সপ্তাহগুলো বড্ড লম্বা মনে হয় শ্রেয়ার।

ছুটির দিন বিকেল থাকতে থাকতে ওরা দুজনে রওনা দিয়েছিল দক্ষিণপাড়া কালী বাড়ির উদ্দেশে। লোকমুখে শুনেছে অধিষ্ঠাত্রী কালী মা নাকি জাগ্রত! শ্রেয়ার জোরাজুরিতে রাজি হয়েছিল সুপ্রিয়। বিশাল একটা মাঠ পেরিয়ে যেতে হয় মন্দিরে। মন্দিরের পাশে পুকুর ও গাছ দেখতে পায়। একটা বটগাছ মন্দিরের পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। সেই গাছে জড়িয়ে আছে নানা মনোস্কামনা পূর্ণ করার সুতো। মন্দিরে ঢোকার মুখে একটা ছোট্ট দোকান দেখতে পায়। সেখান থেকে পুজোর ডালা কিনেছিল শ্রেয়া। ওড়না দিয়ে ঘোমটা দিয়ে মন্দিরে ঢুকেছিল শ্রেয়া। সুপ্রিয় অবাক চোখে দেখছিল ওকে! সেরকম লোকজনের ভিড় নেই। তবে পৌষ মাসে নাকি এই মন্দিরে ভিড় লেগে থাকে। শ্রেয়া দ্রুত হেঁটে এগিয়ে যায়, সুপ্রিয় খানিকটা পিছিয়ে পড়ে। পুজো শেষ করে বটগাছের সামনে দাঁড়ায় শ্রেয়া। পুজোর ডালাটা সুপ্রিয়কে দিয়ে লাল সুতো বেঁধে দেয় বটগাছে। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে।
অন্য এক শ্রেয়াকে দেখতে পায় সুপ্রিয়। ওড়নার ঘোমটার আড়ালে কপালে কালী মায়ের আশীর্বাদী লম্বা লাল টিপ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।
কপালে নেমে আসা ওড়নাটা আলতো করে সরিয়ে দেয় সুপ্রিয়। অবাক চোখে দেখতে থাকে শ্রেয়াকে। সুপ্রিয়র খুব ইচ্ছে করছিল ওকে বুকের মাঝে টেনে নিতে। দু'একজন এদিক-ওদিক থাকায় নিজেকে সামলে নিয়েছে। অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে, মঠের ভেতরে ছড়িয়ে থাকা কৃত্রিম আলোর মাঝে দুজনে হাত ধরে ফিরে আসছে। লাল টিপ পরা শ্রেয়ার মুখটা বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুপ্রিয়র। ভালবাসার অন্তহীন টানে দুজনে হাঁটতে শুরু করেছে আগামীর পথে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Nestlé
Good food, Good life
Nestlé
Milkmaid
Nestlé
Milkmaid
Suggested recipe
recipes @
www.milkmaid.in
recipes @
www.milkmaid.in
Create Sweet Stories

ভিক্ষাং দেহি

বনশ্রী

পড়ন্তবেলার রোদ মেখে ছায়ার ভিতর আস্তানা গড়েন ঈশ্বর।
দিগন্ত ছুঁয়ে যাওয়া সেই শূন্যতার আদিগন্ত বিস্তার।
অলক্ষ্যের মুঠোয় বাতাস যেমন নিজেকে বিলিয়ে দেয় —
তেমনই পাহাড়ের সামনে পরমান্ন সাজিয়ে,
চরণামৃতের আশায় বিবাগী নদী ব্যাকুল হয়।
ধ্যানস্থ সংসারী মানুষের মতো গৃহদেবতাও সেইদিন
যতিচিহ্নের ওপারে দাঁড়িয়ে দেখেন।
সহিষ্ণু মাটির বুকে পায়ে পায়ে শ্রমণ হেঁটে চলেন।
মোহহীনতা গায়ে মেখে একটুকরো নির্মল আলো চৌকাঠে এসে
দাঁড়ালে —
ঈশ্বরের ভিতরেও বাসা বাঁধে অবসাদ।
তাকে ঘিরে অলৌকিক আলোয় অমরত্বের স্বাদ।
এই পথ নির্মোহের—আস্তিকের আঁচলে প্রেম সর্মপণের ভিক্ষা চায়।

আমি আছি

রীতশ্রী দাস

যদি দেখো আকাশ বেয়ে চুপিসারে
নেমে আসে ভালোবাসা খুব ভোরে,
জেনো আমি ভেসে আছি মেঘেদের বুকে
জলভারে ঝরে পড়ার কোন্ অলীক সুখে।।

যদি দেখো শিশিরকণা মুক্তোকুচি ঘাসে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে খিলখিলে হাসে,
জেনো আমি মিশে আছি হাওয়ার পরতে
সাতরঙা ভোর আঁকা ভৈরবী ঠুংরিতে।।

যদি দেখো টুপটাপ সন্ধ্যাতারা ঝরে
কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমন্ডল এক এক করে,
জেনো আমি হারিয়েছি তারাদের দলে
গ্রহ তারা সমাবেশে জ্যোতিষ্কমহলে।।

যদি দেখো চাঁদভাসি জোছনার রাতে
উঁকি দিয়ে টুকি দেয় আলোআঁধারিতে,
জেনো আমি জেগে আছি মায়াভরা রাতে
নির্ঘুম দু'চোখেতে স্বপ্ন ভরাতে।।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

LAKMĒ SALON
FOR HIM AND HER
#RunwayToEveryday
Lords More
182, Prince Anwar Shah Rd, Unit 1A - Lords More Kolkata, (WB).
Contact for more OFFERS
8420173693

সদ্যোজাতর প্রতি

নির্মাল্য বিশ্বাস

তুমি তো সদ্যোজাত নও!
সৃষ্টির কোন ঊষালগ্ন থেকে তোমার অনাবৃত পদচারণ।
তুরীয় নিমগ্নতায় তোমায় দেখেছি ঋক-বৈদিক যুগে,
কোন এক ব্রহ্মচর্যের পাঠশালায়।
ব্রাহ্মমুহূর্তে মহর্ষির পাদপ্রক্ষালনে তোমার গুরুকুলে অভিষেক।
তোমার চলনে দেবর্ষির জাত্যাভিমান,
বলনে বৌদ্ধিক উচ্চারণ,
কথনে সত্যদ্রষ্টা রাজর্ষির আপ্ত বাক্য।
তুমি শ্রী, তুমিই প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,
তুমি হোতা, অধ্বর্য্যু, উদগাতা, ব্রহ্মা।
তোমার মনস্তাপে 'নির্জলা বিধবার আর্তনাদ'
বোধিবৃক্ষের পাদদেশে বেদনার অহল্যাধারা।
তোমার আরাধ্যা 'নয়নিকা' যেন
মায়ামৃগ বিভ্রমে জানকীর চকিত চপল চাহনি।
'অলিখিত শাপমোচন' শেষে তুমিও ভাঙা একতারা হাতে
ঘরে ফেরো 'অচেনা বিম্বিসার' হয়ে,
স্বস্তিকের নুড়িপাথর কুড়োতে 'স্রোতস্বিনী বালুকাবেলায়'।
সুখের ঘর ভেঙে 'শারণ্যা' আসে,
শারণ্যা চলে যায়।
কিছু গোপন সাধ বাক্সবন্দী হয়ে
থেকে যায় 'অসমাপ্ত পরিণীতা' হয়ে।
তবুও নিঠুর প্রতীক্ষায় তোমার নন্দন কাননে
ফুটে ওঠে 'সূর্যমুখী' আর 'অযাচিত পারিজাত'।

প্রতিদিন জেগে উঠি

মমতা চক্রবর্তী

প্রতিদিন জেগে উঠি
গভীর প্রত্যাশা নিয়ে -
জীবনের কাছে কি এক সোনালী প্রত্যাশা
...
প্রতিদিন
হৃদয়ের তট ভাঙে, তট ভাঙে
মাঝে মাঝেই নামে ,
বিরাট এক একটা ধস...
এভাবে প্রতিনিয়ত চলে নিঃশব্দ ভাঙন
তবু ভাঙনের কাছে
কিছু গড়ার প্রত্যাশা
ভাবনার কাছে ভাষার প্রত্যাশা
শব্দের কাছে নৈঃশব্দের প্রত্যাশা
দহনের কাছে শৈল্পিক প্রত্যাশা
জীবন ঘিরে হাজারো আবর্ত
তবু এই আবর্তের কাছে সহজ প্রত্যাশা
প্রতিদিন,
জীবনের কাছে,
মননের কাছে,
বিন্দু বিন্দু উর্বরতার প্রত্যাশা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ইকশানার স্নেহ ছায়ায় নিরাপত্তার সঙ্গে হোক
আপনজনের যত্ন!
COMPASSIONATE ELDER CARE SERVICES
IKSHANA
Elder Care Pvt. Ltd
+91 9147372091
www.ikshanaeldercare.com

আলোর যাত্রা

অপর্ণা দে

আজকে প্রাণের জলতরঙ্গে বাজছে মিঠে সুর,
আকাশগাঙে ভাসিয়ে নাও, যাব অচিনপুর।
উড়িয়ে প্রেমের ধ্বজা রঙিন,
বিষাদ ব্যথা সুরবাণীহীন।
বৈঠা হাতে আমার,পাশে বসবে তুমি এসে,
সিঁদুর রাঙা কপোলে ওই যায় বিজুরি হেসে।

অশোক, পলাশ, কৃষ্ণচূড়ার তোমার যত আভরণ -
চৈতি বাতাস ওড়ালো হায় ধুলোয় ঢাকে আবরণ।
অশ্রু ঝরে উথাল উতল,
খোলে বুঝি হৃদয় আগল।
হারালো কিছু? হারায় যে সব পুরাতন।
কালবোশেখীর ধ্বংসলীলায় নতুনেরই আবাহন।

তুমি আমি চলব ভেসে, গানে গানে সুরে সুরে,
নাও ভেড়াবো ঘাটে ঘাটে, পৌঁছে যাব কোন সুদূরে।

আমার জন্য তুমি

শ্রীপর্ণা দে

নিঃস্ব হয়েও খেলেছি জীবনের জুয়া তোমায়
বাজি রেখে
কুড়িয়ে রেখেছি সময়ের স্রোতে ভেসে যাওয়া
কয়েকটা তোমার-আমার নীরব মুহূর্ত;
হিসেব এড়িয়ে যা থাকে।
বাঁচিয়ে রেখেছি পুরনো রূপকথা,
তোমার সরল শিশুমন
আচ্ছাদিত করেছে আমার পৃথিবীকে।

গাইছে গান মেদুর হাওয়া নির্ভেজাল দুপুরে
সেজেছে সুশোভিত সাজে শহরের রাজপথ
তোমায় স্বাগত জানাতে,

যুগ যুগান্তরের সিদ্ধান্ত ওলট-পালট করে
তোমার আমার হয়েছে সন্নিবেশ।
সমাপ্ত করে আলোকিত এক অধ্যায়
নেমেছে জঙ্গলের ভিতর নিস্তব্ধ সন্ধ্যা,
উপহার ছিলো তোমার কোমল দুহাতে
আমার জন্য কোনো এক রাতের রজনীগন্ধা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পাত পেড়ে মাটন!

বেশ ভোর থেকেই বাড়ি বাড়ি থেকে ভেসে আসা শঙ্খধ্বনি, দোরের সামনে আলপনা, নতুন জামাকাপড় আর মিষ্টিমুখের পাশাপাশি বাঙালির এই আনন্দের দিনটি পূর্ণতা পায় পাতে সাজানো ঐতিহ্যবাহী খাবারে। আর সেই ভোজের অন্যতম আকর্ষণ নিঃসন্দেহে মাটন! রবিবারের বিলাসিতা ছাড়িয়ে যা এইদিন হয়ে ওঠে বাঙালির রসনাপ্রীতির চূড়ান্ত প্রকাশ। এই বিশেষ সংকলনে থাকছে মাটনের একডজন লোভনীয় পদ। কখনও সাবেকি ঘরানার ঝোল, কখনও মশলাদার কষা, আবার কখনও আধুনিক টুইস্টে তৈরি নতুন স্বাদের চমক। পয়লা বৈশাখের এই আনন্দময় দিনে, প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাগ করে নিন এই বাহারী দেশ-বিদেশী মাটনের পদ। নতুন বছরের শুরু হোক স্বাদে, গন্ধে, সমৃদ্ধিতে।

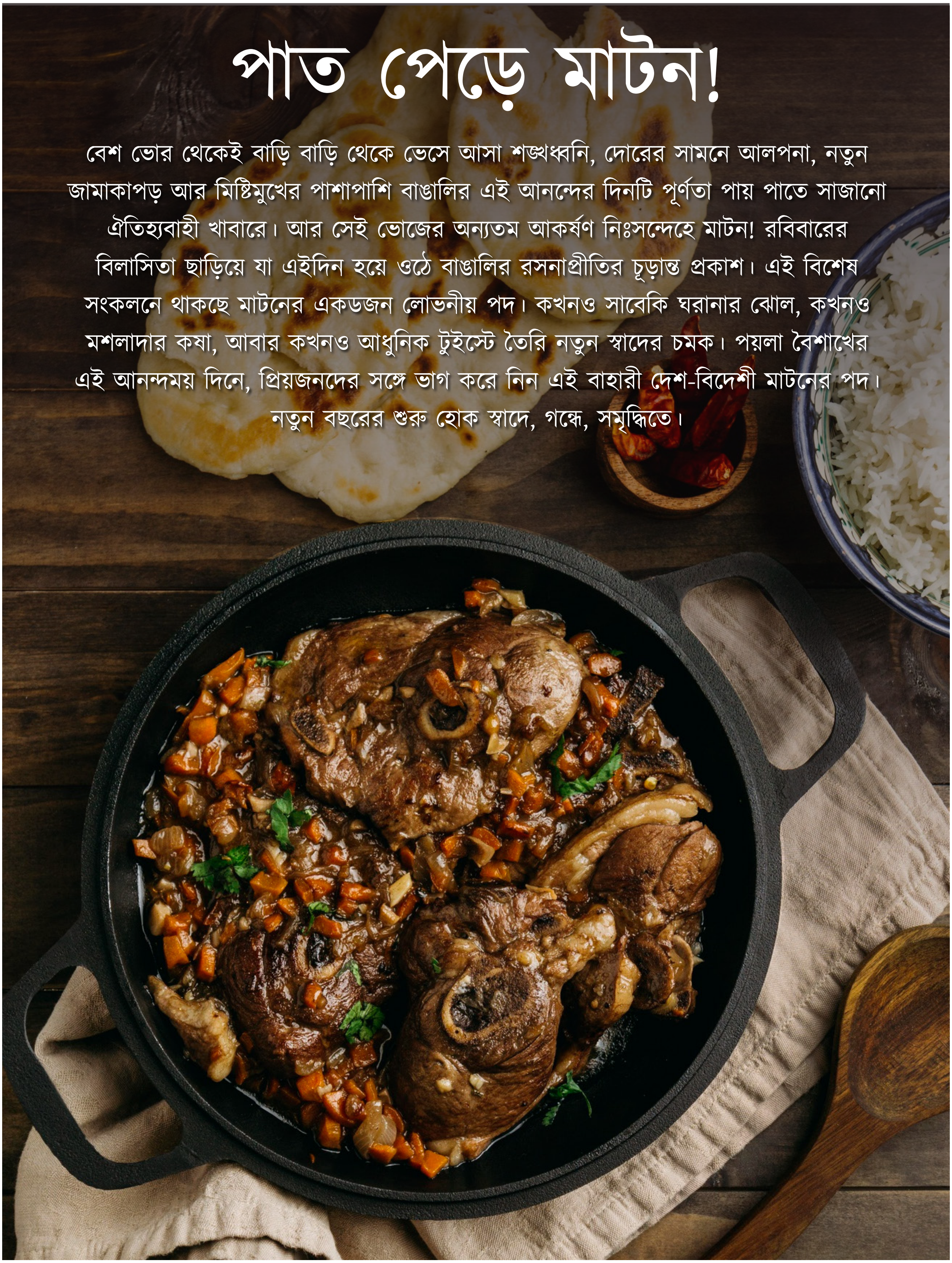

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

মৌমিতা কুণ্ডু মল্ল

কিমা মটর

কী কী লাগবে

মাটন কিমা ৫০০ গ্রাম, মটরশুঁটি ১/২ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ২টি, টমেটো কুচি ১টি, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ২ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ, দই ২ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা চামচ, তেজপাতা ১-২টি, ছোট এলাচ ৩টি, লবঙ্গ ৩টি, দারুচিনি ১/২ ইঞ্চি, কাঁচালঙ্কা চেরা ২-৩টি, Shalimar's সর্ষের তেল পরিমাণমতো, ঘি ২ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো, গরম জল ১ কাপ

কীভাবে বানাবেন

সর্ষের তেলে তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে রসুন-আদা কষিয়ে নিন। এবার একে একে টমেটো ও বাকি সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে ঢেকে রান্না করুন অল্প আঁচে। মাটন কিমা, নুন দিয়ে কষতে থাকুন। মটর, কাঁচালঙ্কা ও জল দিয়ে সেদ্ধ হতে দিন। ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে ঝোল ঘন হলে শেষে দই ও গরম মশলা মেশান। এবার অন্য একটি প্যানে ২ চামচ ঘি গরম করে তার মধ্যে গোটা গরম মশলা ও কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে কিমাতে ঢেলে দিন। গ্যাস বন্ধ করে গরম গরম পরিবেশন করুন পোলাও, নান অথবা রুটির সাথে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পেঁয়াজ রসুন ছাড়া মাটন

কী কী লাগবে

মাটন ৫০০ গ্রাম, আলু ৩-৪টি, দই ১/২ কাপ, শুকনো লাল লঙ্কা ৩-৫টি, আদা বাটা (প্রায় ৪ ইঞ্চি), ধনে ১.৫ চা চামচ, জিরে ২ চা চামচ, এলাচ ৫টি, দারচিনি ৩ ইঞ্চি, লবঙ্গ ৭-৮টি, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মিরি লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, নুন স্বাদমতো, Shalimar's সর্ষের তেল পরিমাণমতো, ঘি ২ টেবিল চামচ, হিং ১ চিমটি, তেজপাতা ২টি

কীভাবে বানাবেন

ধনে-জিরে ভেজে গুঁড়ো করে নিন। গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা, আদা বেটে নিন। এবার এই বাটা মশলা আর দই দিয়ে মাটন মেখে রাখুন। তেল গরম করে নুন, হলুদ দিয়ে আলু ভেজে তুলে নিন। এতে মাটন দিয়ে কষিয়ে নিন। সব গুঁড়ো মশলা আর সামান্য জল দিয়ে কষুন। পরিমাণমতো জল দিয়ে ঢেকে অল্প আঁচে সেদ্ধ হতে দিন। শেষে ঘি-তে হিং ও গোটা মশলার ফোড়ন দিয়ে মিশিয়ে ঢেকে রাখুন পরিবেশনের আগে পর্যন্ত। ভাত বা পোলাও এর সঙ্গে ভালো লাগবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মাটন কোর্মা

কী কী লাগবে

কোর্মা মসলার জন্য: গোটা ধনে ২ টেবিল চামচ, শাহী জিরা ১ চা চামচ, বড় এলাচ ২টি, ছোট এলাচ ৪টি, দারচিনি ২ ইঞ্চি টুকরো, জয়ত্রী ১টি ছোট টুকরো, জায়ফল এক চিমটি, লবঙ্গ ৫-৬টি, গোলমরিচ ১/২ চা চামচ

ম্যারিনেট করার জন্য: মাটন ১ কেজি, ভাজা পেঁয়াজ ১/২ কাপ, আদা-রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, কোর্মা মসলা ১ টেবিল চামচ

ফোড়নের জন্য: তেজপাতা ২টি, বড় এলাচ ১টি, ছোট এলাচ ২টি, দারচিনি ১ ইঞ্চি, লবঙ্গ ৩টি, জয়ত্রী সামান্য, জায়ফল এক চিমটি, গোলমরিচ ৫-৬টি

বাকী উপকরণ: Shalimar's Sunflower তেল ৩ টেবিল চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২টি বড়, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, কোর্মা মসলা ১ টেবিল চামচ, নুন পরিমাণমতো, টক দই ১/২ কাপ (ফেটানো), কাজুবাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, ভাজা পেঁয়াজ ১/৪ কাপ, কেওড়া জল ১/২ চামচ

কীভাবে বানাবেন

কোর্মা মসলার জন্য সব উপকরণ শুকনো কড়ায় ২ মিনিট হালকা ভেজে ঠান্ডা করে গুঁড়ো করে নিন। তেল ও ঘি গরম করে ফোড়নের সব মসলা দিয়ে সুগন্ধ বের হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। ম্যারিনেট করা মাটন দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। নুন, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ ও কোর্মা মসলা দিয়ে ভালো করে কষান। ৫-৭ মিনিট ভাজা হলে গরম জল দিন। প্রেসার কুকার বন্ধ করে ৫টি সিটি দিন। প্রেসার বেরিয়ে গেলে ঢাকনা খুলে ফেটানো দই, কাজুবাদাম বাটা, ভাজা পেঁয়াজ ও কেওড়া জল দিন। ঢিমে আঁচে আরও ৫ মিনিট রান্না করুন। পরোটা বা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মাটন তাওয়া ফ্রাই

কী কী লাগবে

মাটন চপ ৫০০ গ্রাম, আদা কুচি ১ টেবিল চামচ, রসুন কোয়া ৫-৬টি, তেজপাতা ২টি, দারুচিনি ১ ইঞ্চি, লবঙ্গ ৩-৪টি, এলাচ ২-৩টি, গোলমরিচ কয়েকটি, জয়ত্রী সামান্য, নুন স্বাদমতো, টকদই ২ টেবিল চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, Shalimar’s Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar’s Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, Shalimar’s Chef Spices জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar’s Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar’s Chef Spices গরম মশলা/বিরিয়ানি/তন্দুরি মশলা ১/২ চা চামচ, Shalimar’s Sunflower তেল পরিমাণমতো, ঘি পরিমাণমতো, ধনেপাতা কুচি সামান্য, Shalimar’s Chef Spices চাট মশলা সামান্য, লেবুর রস সামান্য

কীভাবে বানাবেন

মাটন চপ, আদা, রসুন ও গোটা মশলা দিয়ে সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিন। দই ও বাকি গুঁড়ো মশলা মেখে রাখুন একঘন্টা। তেল ও ঘি মিশিয়ে গরম করে তাওয়ায় উল্টেপাল্টে মুচমুচে করে ভেজে নিন। শেষে ধনেপাতা, চাট মশলা ও লেবুর রস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গোটা রসুন দিয়ে মাটন

কী কী লাগবে

মাটন ১ কেজি, দই ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ২ চা চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ২+২ চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো ১ চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ১ চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১+১ চামচ, শুকনো লঙ্কা ৩-৪টি (বাটা), তেজপাতা ২টি, পেঁয়াজ লম্বা কাটা ৪-৫টি, টমেটো কুচি ২টি, আলু ৩-৪টি, গোটা রসুন ১টি, ছোট এলাচ ৪টি, লবঙ্গ ৮টি, দারুচিনি ২ ইঞ্চি, Shalimar's সর্ষের তেল পরিমাণমতো, নুন স্বাদমতো, গরম জল পরিমাণমতো

কীভাবে বানাবেন

মাটন, দই, আদা, রসুন, গুঁড়ো মশলা ও তেল দিয়ে মেখে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে আলু, নুন ও হলুদ দিয়ে ভেজে তুলে নিন। ঐ তেলে তেজপাতা দিয়ে পেঁয়াজ ভাজুন। আদা রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে টমেটো ও বাকি মশলা দিয়ে তেল ছাড়া পর্যন্ত রান্না করুন। এবার ম্যারিনেট করা মাটন ও গোটা রসুন দিয়ে কষিয়ে নিন। গরম জল দিয়ে ফুটিয়ে কুকারে সিটি দিয়ে সেদ্ধ করে শেষে আলু ও গরম মশলা দিয়ে আবার ফুটিয়ে পাতলা ঝোল তৈরি করে নিলেই তৈরি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মাটন কষা

কী কী লাগবে

মাটন ১ কেজি, কাঁচা পেঁপে বাটা ৪ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক), পেঁয়াজ ৪টি (কুচি), রসুন বাটা ৮-১০ কোয়া, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, টমেটো ২টি (কুচি), শুকনো লঙ্কা ৪টি, দই ১/২ কাপ, Shalimar's সর্ষের তেল ১/২ কাপ + ২ টেবিল চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ২ চা চামচ (স্বাদমতো), Shalimar's Chef Spices জিরা গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা চামচ (ছোট এলাচ ৪টি, লবঙ্গ ৮টি, দারুচিনি ১ ইঞ্চি), লবণ স্বাদমতো, এলাচ ২টি, দারুচিনি ১ টুকরো, তেজপাতা ১টি

কীভাবে বানাবেন

মাংস দই, আদা-রসুন বাটা, লঙ্কা, হলুদ ও লবণ দিয়ে মেখে ১ ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। কড়াইতে সরষের তেল গরম করে তেজপাতা, এলাচ ও দারুচিনি ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ সোনালি করে ভেজে রসুন, আদা ও লঙ্কা বাটা দিয়ে কষান। টমেটো দিয়ে ভালোভাবে কষে ম্যারিনেট করা মাংস দিন। মশলা (জিরা, ধনে, লঙ্কা) ও লবণ দিয়ে তেল ছাড়ানো পর্যন্ত কষান। গরম জল দিয়ে ঢেকে কম আঁচে মাংস সেদ্ধ করুন। শেষে গরম মশলা ও ঘি দিয়ে ২ মিনিট ঢেকে রাখুন। গরম ভাত বা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সুতপা দে

মাটন চাপলি কাবাব

কী কী লাগবে

মাটনের কিমা ৪০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ৩টি (কুচি), আদা-রসুন বাটা ১ চামচ, জোয়ান ১/২ চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে ও জিরে গুঁড়ো ১ চামচ, গোলমরিচ ৪-৫টি, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১/২ চামচ, কাঁচালঙ্কা ৩টি (কুচি), ধনেপাতা কুচি পরিমাণমতো, ডিম ১টি, ছোলার ছাতু ২ চামচ, ঘি ৫০ গ্রাম, লবণ স্বাদমতো

কীভাবে বানাবেন

গোলমরিচ শুকনো কড়ায় হালকা ভেজে গুঁড়ো করে নিন। একটি বড় বাটিতে কিমার সঙ্গে সব উপকরণ মিশিয়ে ভালো করে মেখে নিন। ঢেকে অন্তত ১ ঘণ্টা রেখে দিন, যাতে মশলা ভালোভাবে মিশে যায়। মিশ্রণ থেকে চ্যাপ্টা গোল কাবাবের আকার দিন। নন-স্টিক প্যানে সামান্য ঘি গরম করে দুই পিঠ সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিন। গরম গরম চাপলি কাবাব পরিবেশন করুন ধনেপাতার চাটনি বা চিলি-গার্লিক সসের সঙ্গে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গোলবাড়ির কষা মাংস

কী কী লাগবে

মাটন ১ কেজি, পেঁয়াজ ৫-৬টি (পাতলা কুচি), রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, টকদই ১/২ কাপ, Shalimar's সর্ষের তেল ১/২ কাপ, শুকনো লঙ্কা ৫-৬টি, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices জিরা গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা চামচ, গোটা গরম মশলা (তেজপাতা ২টি, দারুচিনি ১ ইঞ্চি, এলাচ ৩-৪টি, লবঙ্গ ৫-৬টি), চিনি অল্প, নুন স্বাদমতো

কীভাবে বানাবেন

মাংসের সঙ্গে দই, আদা-রসুন বাটা, হলুদ ও নুন মিশিয়ে অন্তত ১-২ ঘণ্টা রেখে দিন।কড়াইতে সরষের তেল ধোঁয়া ওঠা পর্যন্ত গরম করে একটু ঠান্ডা করুন। গোটা গরম মশলা ও শুকনো লঙ্কা দিয়ে ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ধীরে ধীরে গাঢ় বাদামি (প্রায় ক্যারামেলাইজড) হওয়া পর্যন্ত ভাজুন এটাই রঙের আসল রহস্য। ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে আঁচ বাড়িয়ে ভালো করে কষতে থাকুন। লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো ও জিরা গুঁড়ো দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে নিন। ঢেকে মাঝারি আঁচে কষতে থাকুন মাঝে মাঝে নেড়ে দিন যাতে লেগে না যায়। ধীরে ধীরে মাংস থেকে জল ছাড়বে সেই জলেই কষতে দিন (অতিরিক্ত জল খুব কম দেবেন)। মাংস নরম হয়ে তেল ছেড়ে এলে এক চিমটি চিনি ও গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। আরও ৫-৭ মিনিট ভালো করে কষে নামিয়ে নিন। ঝোল প্রায় শুকনো, গাঢ় রঙের, তেল ভাসা এইটাই আসল গোলবাড়ির কষা মাংসের বৈশিষ্ট্য। গরম ভাত বা লুচির সঙ্গে পরিবেশন করুন একেবারে জমে যাবে!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ড্রাই ফ্রুটস মাটন

কী কী লাগবে

মাটন ১ কেজি, পেঁয়াজ ৩-৪টি (কুচি), আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, টমেটো ২টি (কুচি), দই ১/২ কাপ, কাজুবাদাম ১৫-২০টি, বাদাম ১০-১২টি, কিশমিশ ২ টেবিল চামচ, পোস্ত বাটা ২ টেবিল চামচ, Shalimar's Sunflower তেল ৪ টেবিল চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices জিরা গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা চামচ, তেজপাতা ২টি, দারুচিনি ১ ইঞ্চি, এলাচ ৩-৪টি, লবঙ্গ ৪-৫টি, নুন ও চিনি স্বাদমতো, আমসত্ত্ব কুচি ১ টেবিল চামচ

কীভাবে বানাবেন

কাজু, বাদাম ও কিশমিশ গরম জলে ১০-১৫ মিনিট ভিজিয়ে পেস্ট করে নিন মাটনের সঙ্গে দই, অল্প আদা-রসুন বাটা, হলুদ ও নুন মিশিয়ে অন্তত ১ ঘণ্টা রেখে দিন। তেল ও ঘি গরম করে তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ সোনালি করে ভেজে আদা-রসুন বাটা, টমেটো ও সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভালোভাবে কষুন। ম্যারিনেট করা মাটন দিয়ে আঁচ বাড়িয়ে কষতে থাকুন। ড্রাই ফ্রুটস পেস্ট ও পোস্ত বাটা দিয়ে মিশিয়ে নিন। তেল ছাড়লে গরম জল দিয়ে ঢেকে মাংস নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন।

শেষে গরম মশলা ও চিনি দিয়ে ২-৩ মিনিট ফুটিয়ে নিন। ওপরে আমসত্ত্ব কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন পোলাও, নান বা রুমালি রুটির সঙ্গে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ডাল গোস্ত

কী কী লাগবে

মাটন ১ কেজি, ছোলার ডাল ১ কাপ, পেঁয়াজ ৩-৪টি (কুচি), আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, টমেটো ২টি (কুচি), দই ১/২ কাপ, Shalimar's সর্ষের তেল ৪ টেবিল চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices জিরা গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা চামচ, তেজপাতা ২টি, দারুচিনি ১ ইঞ্চি, এলাচ ৩-৪টি, লবঙ্গ ৪-৫টি, নুন ও চিনি স্বাদমতো

কীভাবে বানাবেন

ছোলার ডাল ভালো করে ধুয়ে ১-২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। মাটনের সঙ্গে দই, অল্প আদা-রসুন বাটা, হলুদ ও নুন মিশিয়ে অন্তত ১ ঘণ্টা রেখে দিন। তেল গরম করে তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ দিয়ে ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ সোনালি করে ভেজে আদা-রসুন বাটা দিয়ে কষান। টমেটো ও গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভালোভাবে কষুন। ম্যারিনেট করা মাটন দিয়ে আঁচ বাড়িয়ে কষতে থাকুন। ভেজানো ছোলার ডাল দিয়ে মিশিয়ে নিন। গরম জল দিয়ে ঢেকে প্রেসার কুকারে ৪-৫টি সিটি দিন। মাংস ও ডাল নরম হলে গরম মশলা ও ঘি দিয়ে ফুটিয়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মাটন স্টু

কী কী লাগবে

মাটন ৫০০ গ্রাম, আলু ২টি (টুকরো), গাজর ১টি (টুকরো), পেঁয়াজ ২টি (কুচি), আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, তেজপাতা ১টি, দারুচিনি ১ ছোট টুকরো, এলাচ ২টি, মাখন ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Soyabean তেল ২ টেবিল চামচ, ময়দা ১ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক), দুধ ১/২ কাপ, নুন ও চিনি স্বাদমতো

কীভাবে বানাবেন

তেল ও মাখন গরম করে তেজপাতা, দারুচিনি ও এলাচ ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ হালকা নরম করে ভেজে আদা-রসুন বাটা দিয়ে কষান। মাটন দিয়ে মাঝারি আঁচে নেড়ে কষতে থাকুন। নুন ও গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে নিন। গরম জল দিয়ে প্রেসার কুকারে ৪-৫টি সিটি দিন (বা কড়াইতে নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন)। মাংস সেদ্ধ হলে আলু ও গাজর দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ফোটান। ঐচ্ছিকভাবে ময়দা ও দুধ মিশিয়ে স্টু ঘন করুন। শেষে সামান্য মাখন ও চিনি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। সর্দি-কাশির দিনেও আরামদায়ক, হালকা অথচ তৃপ্তিকর এক পদ!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পাঞ্জাবি স্টাইল মাটন কারি

কী কী লাগবে

মাটন ১ কেজি, পেঁয়াজ ৪-৫টি (কুচি), টমেটো ৩টি (কুচি/পেস্ট), আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, টকদই ১/২ কাপ, Shalimar's সর্ষের তেল ৫ টেবিল চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো ১-২ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ২ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices জিরা গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices কাসুরি মেথি ১ চা চামচ, তেজপাতা ২টি, দারুচিনি ১ ইঞ্চি, এলাচ ৩-৪টি, লবঙ্গ ৪-৫টি, নুন ও চিনি স্বাদমতো

কীভাবে বানাবেন

মাটনের সঙ্গে দই, আদা-রসুন বাটা, হলুদ ও নুন মিশিয়ে অন্তত ১ ঘণ্টা রেখে দিন। তেল গরম করে তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ ও লবঙ্গ দিয়ে ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালোভাবে বাদামি করে ভাজুন। আদা-রসুন বাটা ও টমেটো দিয়ে ভালো করে রান্না করুন যতক্ষণ না তেল ছাড়ে। গুঁড়ো মশলা (ধনে, জিরা, লঙ্কা) দিয়ে কষে নিন। ম্যারিনেট করা মাটন দিয়ে আঁচ বাড়িয়ে ভালো করে কষান। গরম জল দিয়ে ঢেকে প্রেসার কুকারে ৫-৬টি সিটি দিন (বা কড়াইতে নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন)। শেষে কাসুরি মেথি, গরম মশলা ও ঘি দিয়ে ২-৩ মিনিট ফুটিয়ে নিন। পরিবেশন করুন নান, তন্দুরি রুটি বা জিরা রাইসের সঙ্গে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মনমিতা কুণ্ডু

ভালোবাসার অন্দরমহলে...

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

ইট কাঠ পাথরের একখানা বাড়ি ধীরে ধীরে ঘর হয়ে ওঠে গৃহিণীর যত্নে। ঘরের প্রতিটি দেওয়াল, প্রতিটি কোণ বয়ে চলে ঘরের মানুষদের স্মৃতি-গাথা। সেই যে অনেক বছর আগে বাড়ির বুড়ো কর্তা আর গিন্নিমার ঝগড়া হলো, মান ভাঙাতে বইয়ের আলমারিতে রাখা চিনেমাটির মাথা নাড়া পুতুলখানা মেলা থেকে নিয়ে এসেছিলেন কর্তা মশাই। সেই যে বাড়ির ছেলেটা হোস্টেলে গেল, গিন্নিমা তার পড়ার ছোট টেবিলখানা বসার ঘরের একধারে রেখে তার উপর হাতে সেলাই করা ফুলফুল কাপড় দিয়ে ঢেকে বসার ঘরটিকে শৌখিনতার ছোঁয়া দিলেন। তার উপর বসানো রইল প্রতি বছর পুজোর ছুটিতে ঘুরতে গিয়ে নিয়ে আসা নানা প্রদেশের হস্তশিল্প। এসব গোপন কথা এই ঘর ছাড়া আর কে জানে? ঘরের দেওয়াল বলে দেয়, বাড়ির নতুন রং করা দেওয়াল বলে দেয় আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা, আবার পলেস্তারা খসে পড়া দেওয়াল জানান দেয় পকেটে টান।

ঠিক এই ভাবেই প্রতিটি ঘর সেই ঘরের মানুষদের কথা বলে। আপনি কতটুকু শৌখিন, কতটুকু আগলে রাখেন অতীতের স্মৃতি, আপনি সাবেকি না মডার্ন, আপনার মধ্যে আজও এক শিল্পী লুকিয়ে আছেন কিনা, এই সব কথাই আপনার ঘর বলে দেয়। প্রত্যেকেই নিজের মনের মতো করে নিজের ছোট্ট নীড় টিকে সাজান। সুন্দর সাজানো একটি ঘর দেখতে কারই বা ভালো না লাগে! গৃহসজ্জা মানেই কিন্তু সর্বদা ব্যয়বহুল নয়। খুব সাধারণ কিছু কথা মাথায় রাখলে আপনার গৃহকোণও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

রঙের সঠিক ব্যবহার:

ঘরের দেয়ালের রং আপনার মনের ওপর বড় প্রভাব ফেলে। যদি ছোট ঘর হয় তবে তাকে বড় দেখাতে ব্যবহার করা হয় হালকা রং যেমন: অফ-হোয়াইট, হালকা নীল বা পেস্টেল শেড। আবার সেই হালকা রঙের শান্ত ঘরে একটু উষ্ণতার ছোঁয়া আনতে একটি দেওয়ালে ব্যবহার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

করা যায় লাল, কমলা বা মেরুন রং। ঘরের রং হালকা হলে পর্দায় যেন থাকে উজ্জ্বল রঙের ছোঁয়া। ধূসর রং মন খারাপের রং। কিন্তু যদি নিজের জন্য একটি ঘর রাখেন, যেখানে আপনি মন খারাপ হলে দুদণ্ড বসবেন, তবে ধূসরের সাথে একটু দেওয়ালে মেরুন রং রাখুন আর জানালায় সাদা পর্দা। কখনও খুব হালকা হলদে রঙের সাথে একটি দেওয়ালে টিল ব্লু রঙের আঁকিবুকি করতে পারেন। যে দেওয়ালে উজ্জ্বল রং থাকবে তা যেন ঘরে ঢুকতেই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আসবাবপত্রের বিন্যাস:

আসবাবপত্র কেনার সময় খেয়াল করবেন যেন ন্যাচারাল আর সাসটেইনেবল জিনিস দিয়ে ফার্নিচার তৈরি হয়। আর্টিফিশিয়াল ফার্নিচার ঘরের শোভা নষ্ট করে। ফার্নিচার কম থাকলে হাঁটাচলার জায়গা প্রশস্ত থাকলে ঘর বেশ খোলামেলা লাগে। তাই ফার্নিচার সেটুকুই রাখুন যেটুকু প্রয়োজন। তবে অনেকখানি খালি জায়গা কোথাও থাকলে সেখানে সুন্দর নকশিকাজের ছোট ফার্নিচার রেখে জায়গাটিকে সুন্দর করে তুলতে পারেন। ফার্নিচার সবসময় নতুন ও দামি হতে হবে এমন নয়। ব্যবহার করতে পারেন ছোট চা-গাছের টেবিল বা গ্রামের কাঠের পুতুলের মোড়া।

ইনডোর প্ল্যান্ট ও ফুল:

প্রকৃতির ছোঁয়া আপনার গৃহকোণকে সজীব করে তোলে। মানিপ্ল্যান্ট, স্নেক প্ল্যান্ট, বার্ডস অফ প্যারাডাইস, লাকি ব্যাম্বু, জিজি, চাইনিজ পাম, চায়না ডল, আরেকা পাম ইত্যাদি গাছ ঘরে রাখতে পারেন। জানালার পাশে অল্প আলো আসে এমন জায়গায় এসব গাছ রাখলে ঘরের বাতাস যেমন শুদ্ধ হয়, তেমনি চোখেরও আরাম হয়। নানা রকম সাকুলেন্টও ঘরে রাখতে পারেন। যদি আপনি সাবেকি গৃহসজ্জা পছন্দ করেন তবে বড় পিতলের কলসিতে কাচের বোতলে করে মানিপ্ল্যান্ট বসাতে পারেন। আবার আধুনিক ছোঁয়া চাইলে কাচের টেরারিয়াম রাখতে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পারেন।

ঘরে ঢোকার মুখে একটি ছোট পিতলের উরুলিতে বা মাটির একটা বড় বাটিতে জল দিয়ে তাতে ফুল সাজিয়ে রাখতে পারেন। ঘরে একটি তামার বা পাথরের ঘটিতে রাখুন কিছু ফুল। ঘর সাজানোর জন্য সব সময় খুব দামি ফুলের দরকার নেই। গাছের দুটো জবা ফুল বা উরুলির জলে কটা টগর বা নয়নতারা-ই আপনার ঘরকে অন্য মাত্রা এনে দেবে। গরমে ঘরে রাখতে পারেন কটি বেলফুল বা গন্ধরাজ, কিংবা চাপা ফুল। শরতে রাখুন ঝরে পড়া শিউলি, শীতের দিনে গাছের ছোট গোলাপ বা দুটি চন্দ্রমল্লিকা, আর বসন্তে ঘর সাজান পলাশ বা বাগানবিলাস দিয়ে। পিতলের কলসিতে সাজানো রজনীগন্ধা আপনাকে নস্টালজিক করে তুলবে যেকোনো মুহূর্তে। বিছানার কাছে একটি ছোট বাটিতে জল দিয়ে কিছু ফুল রাখলে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মন সতেজ লাগে। দেশি ফুলের বদলে চাইলে জারবেরা, অর্কিড বা ডেইজিও রাখতে পারেন।

আলোকসজ্জার জাদু:

সঠিক আলো ঘরের পরিবেশ মুহূর্তেই বদলে দিতে পারে। ঘরে দিনের বেলা প্রাকৃতিক আলো ঢোকার ব্যবস্থা রাখুন। যদি ব্ল্যাকআউট পর্দা লাগান তবে তার নিচে স্বচ্ছ পর্দাও রাখবেন যাতে ভারী পর্দা সরিয়ে দিলে ঘরে যথেষ্ট আলো ঢোকে। সন্ধ্যার পর ঘরে ওয়ার্ম হোয়াইট (Warm White) বা হালকা হলুদ আলো ব্যবহার করুন, স্নিগ্ধতা আসবে। ল্যাম্পশেড বা স্পটলাইট ব্যবহার করে ঘরের বিশেষ কোনো অংশ ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

হস্তশিল্প সামগ্রী:

আমরা ভারতীয়, আর আমাদের এই বিশাল দেশে হস্তশিল্পের কমতি নেই। নানা রকম দেশি চিত্রপট যেমন কলমকারী, মধুবনী, পটচিত্র, কেরালা মুরাল, সৌরা ইত্যাদি দিয়ে সাজাতে পারেন ঘরের দেওয়াল। কোনো কোণে রাখতে পারেন ডোকরা বা টেরাকোটার দেশীয় কারুপণ্য।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

দেওয়ালে রাখতে পারেন গম্ভীরা বা ছৌ-এর মুখোশ। ঘরটিকে বড় দেখাতে ব্যবহার করতে পারেন আয়নাও। তবে কখনই অতিরিক্ত আর্ট পিস দিয়ে ঘরকে ভরিয়ে তুলবেন না। আপনার ঘর কোনো মিউজিয়াম নয়, বরং আপনার শান্তির জায়গা। সেই মতোই ব্যালান্স করে ঘর সাজাতে হবে।

ব্যক্তিগত ছোঁয়া:

আপনার ঘর যেন আপনার মননকে ফুটিয়ে তোলে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। এমন কোনো জিনিস অবশ্যই গৃহসজ্জায় ব্যবহার করবেন যা আপনি ছাড়া অন্য কারোর কাছে থাকবে না। হতে পারে তা আপনার দিদিমার হাতের কোনো সূচিশিল্প, বা হতে পারে আপনার সন্তানের আঁকা কোনো ছবি, হতে পারে আপনার নিজের আঁকা আলপনা। ঘরের কোনো কোণে রাখতে পারেন আপনার পাওয়া কোনো মেডেল বা সার্টিফিকেট, অথবা বাড়ির কারুর ডাকটিকিট কিংবা কয়েনের কালেকশন। পুরোনো প্রিয় শাড়ি দিয়ে বানাতে পারেন ওয়াল ফ্রেম বা কুশন কভার। এমন কিছু, যা অন্য কারোর কাছে থাকবে না তাকে অবশ্যই গৃহসজ্জায় ব্যবহার করুন।

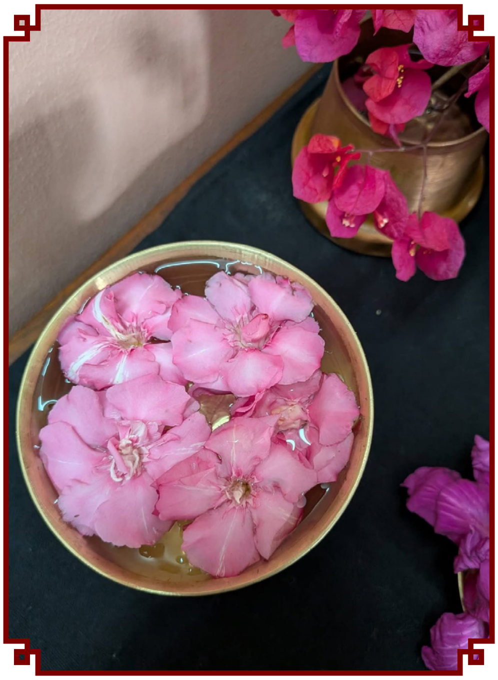

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com